কলকাতা ১৯২০-৪০: বাংলা সাহিত্যে যৌনতা এবং লিঙ্গসম্পর্কের উপস্থাপন ও বিন্যাস ভাঙনের সন্দর্ভকে লিঙ্গ-সচেতনতার প্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ

গবেষক

দেবলীনা ঘোষ

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ ইমন কল্যাণ লাহিড়ী

বিভাগীয় প্রধান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

স্কুল অফ উইমেনস স্টাডিস-এর অধীনে পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত সন্দর্ভ

রেজিস্ট্রেশন নং. – D-7/9SLM/65/15

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ – ২৯/০৯/২০১৫

স্কুল অফ উইমেনস স্টাডিস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

ভূমিকা

অতীত বর্তমানের কাছে উপস্থাপিত হয় নানান আখ্যান-গল্প-কাহিনি-কিস্‌সা-কথাকণিকা অর্থাৎ ন্যারেটিভের মধ্যে দিয়ে। ইতিহাস রচনা প্রায়শই হয়ে ওঠে এমন এক প্রক্রিয়া যা বাছাই করা কিছু নিহিত স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে একটি অধি-আখ্যানের জন্ম দেয়। এভাবেই পরবর্তী সময়ের নির্মাণ ও পুনরুপস্থাপনায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা পূর্ব কয়েকটি দশক, ব্রিটিশ বিরোধী মহাআখ্যানের এক সমসত্ত্ব একক হিসাবে উঠে আসে। যার আশেপাশে থেকে যায় অপরাপর স্রোতগুলি – সাংস্কৃতিক সংকট, সামাজিক পরিবর্তন, বিদ্রোহ, আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান, শাসকশ্রেণির চরিত্র সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের নানাবিধ ধারণা ও ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরে আসা আধুনিকতার সঙ্গে তাদের বোঝাপড়ার ইতিহাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল ভারত তথা বাংলাকে।

যুদ্ধের বিস্তৃতি, মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার, বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলির গঠনে পরিবর্তন, পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ, গণতন্ত্রের প্রসার, যুব সমাজের জাগরণ, বিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির পাশাপাশি পৃথিবীব্যাপী অর্থসংকট, জীবনযাত্রার মানের দ্রুত অবনমন, শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নবিত্তের সঙ্গে মধ্যবিত্তের জীবনের ঘোর বিপর্যয়, সর্বোপরি ফ্যাসিবাদের উত্থান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য চূড়ান্ত আকার নেয় উনিশ শতকের বিশ-তিরিশের দশকে। এর পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন আমান্য আন্দোলনের সূত্র ধরে ঘটে বিপুল জনজাগরণ। ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মমতার জেরে কারাবরণ করেন প্রায় তিরিশ হাজার সত্যাগ্রহী। এর অব্যবহিত পরেই আইন আমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

ব্যর্থতা-গ্লানি-লাঞ্ছনা-বিদ্রোহের বাস্তবতায় আত্মজিজ্ঞাসার নতুন পর্ব শুরু হয়। আমার উদ্দেশ্য হল আলোড়নপূর্ণ দুই দশকের (১৯২০-৪০) নতুন আত্মপরিচয়ের চিহ্ন-সম্বলিত সাহিত্যে যৌনতা ও লিঙ্গ-সম্পর্কের ধারণাকে পরখ ও পর্যালোচনা করা। আমার এই অনুসন্ধান প্রাসঙ্গিক হবে কারণ তৎকালীন জাতীয়তাবাদী প্রতর্ক নারীকে নির্বাসন দিয়েছিল সংস্কৃতির *ভিতর পরিসরে* (*inner domain*)। সমসাময়িক সাহিত্য কতদূর পর্যন্ত লিঙ্গ-সম্পর্কের পুরুষ/পিতৃতান্ত্রিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছিল বা আদৌ পেরেছিল কিনা সেটি পর্যালোচনা করাই আমার মূল উদ্দেশ্য। কারণ বহিরাঙ্গের পরিবর্তন হওয়া মানেই কিন্তু কাঠামোগত পরিবর্তন সবক্ষেত্রে ঘটে না। অনেক সময়ই বহিরাঙ্গে তথাকথিত 'প্রগতিশীল' চিহ্ন দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে তা পিতৃ/পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে। ভাষার কাঠামোর ভেতরেই ক্রিয়াশীল থাকে লিঙ্গ-বৈষম্য ও পিতৃতন্ত্রের মূল্যবোধ। রচনা/ভাষ্যের ভিতরে পৌরুষ ও প্রাধান্যকারী যৌনতা-ধারণার চিহ্নগুলো প্রায়শই থেকে যায়। ফলত এই প্রশ্নগুলোর প্রতি উদাসীন বা অসচেতন থাকলে সামাজিক ইতিহাসচর্চার পরিসরও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে।

সমকালীন ও পরবর্তী রাচনিক উপস্থাপনে ১৯২০-র দশক একটি পরিবর্তনের সূচনাবিন্দু। সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চায় এই সময়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং অভিনবত্বের কথা বারবার বলা হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। ১৯২০-র দশকে কলকাতা শহরে বহুমাত্রিক ও বহুস্বর মননের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির বিভিন্ন বর্গে। তার মধ্যে আমি আমার গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছি বাংলা সাহিত্যকে, মূলত কথাসাহিত্য।

মূল উদ্দেশ্য

১৯২০-৩০-এর দশক সম্পর্কে প্রায় সকলেই পূর্বতন সময়ের সঙ্গে একটা ছেদ (rupture) বা বিরতি/ভাঙন (break)-র কথা বলছেন। বলছেন পরিবর্তনের কথা। সাহিত্যিকরা যে রাজনৈতিক মতাদর্শেরই অংশীদার হোন না কেন, বা তাঁদের প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন এই 'ছেদ' বা 'বিরতি'-র সাপেক্ষে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ফলত এই ভাঙন/ছেদ এবং নবত্ব-এর সন্দর্ভকেই (discourse of rupture) আমি সমস্যায়িত (problematize) করতে চাইছি। যে তার্কিক সমষ্টিটি (discursive formation) আমার গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয় সেটি নিঃসন্দেহে কোনো সমসত্ত্ব একক নয়, তার ভেতরেও আছে বিভিন্ন বর্গ এবং তাদের আন্তঃসম্পর্ক।

তাই লিঙ্গ-সম্পর্কের টানাপোড়েন বা উত্তেজনাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি পরিবর্তন বা ছেদের বয়ানকে বুঝে নিতে চাইব ভিন্ন ভিন্ন নৈঃশব্দের নিরিখে, যে নৈঃশব্দগুলি অন্তর্নিহিত থাকে সব বয়ানেই। নৈঃশব্দের আড়ালেই লুকিয়ে থাকে ইশারা, সংকেত আর অপর সম্ভাবনার ভান্ডার। সাহিত্যিক ও ইতিহাসগত অথ্যসূত্রকে আমি সমগুরুত্বে বিবেচনা করব। কারণ তারা পরিপূরক। সেই কারণে এই পর্বের সাহিত্যের পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করার জন্য ঐতিহাসিক তথ্য ও ব্যাখ্যাগুলিকে গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যেভাবে লিন্ডা হাচিন দেখাতে চেয়েছেন, অতীত সর্বদা ইতিমধ্যেই (always already) রাচনিকভাবে উপস্থাপিত (textualised): '...অতীতের ঘটনা বিরাজ করে বস্তুগতভাবে, কিন্তু জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিভাষায় আজ আমরা তাদের জানতে পারি কেবলমাত্র রচনার মাধ্যমে। ইতিহাসে তাদের উপস্থাপনের মাধ্যমে অতীতের ঘটনাগুলিতে অর্থ সংযুক্ত হয়, অস্তিত্বময় হয় না'। তাঁর নিজের ভাষায়,

'...past events existed empirically, but in epistemological terms we can only know them today through texts. Past events are given meaning, not existence, by their representation in history'। তাই এই দুই দশকের ঐতিহাসিক ও কল্পিত উপস্থাপনের মধ্যে স্থুল বিভাজন করা এবং নথিভূক্ত 'তথ্য'-কে প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহার ও সাহিত্যিক রচনাকে ব্যখ্যা বিশ্লেষণের প্রবণতাই সমস্যাজনক হয়ে উঠতে পারে। এর বদলে বরং আমি দেখতে চাই কিভাবে একই উপমা-অলঙ্কার-রূপক বিছিয়ে থাকে কোন একটি বিশেষ সময়ের যাবতীয় উপস্থাপনার ভিতরে, তা সে ঐতিহাসিক হোক বা কাল্পনিক। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ছেদ বা বিদারণের বয়ান সম্বলিত সব ধরণের রচনাকেই আমি বিচার করব একটি অবচ্ছিন্ন আন্তঃরাচনিক (intertextual) সমগ্র হিসাবে। কিছু ক্ষেত্রে আমি বাছাই করা কয়েকটি সাহিত্যধর্মী রচনার লিঙ্গসচেতন পাঠ এবং অনুপুঙ্খ রাচনিক বিশ্লেষণ (textual analysis) করব; কিন্তু অবশ্যই সাহিত্যগুণমান বিচার করা নয়।

সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে আমার বিচার্য বিষয় হল আলোচ্য কালপর্বের সঙ্কট, হতাশা, বিক্ষোভ আর পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন রচনার মধ্যে লিঙ্গ-সম্পর্কের ধারণা (উপলব্ধি/কল্পমূর্তি)-তে কোনো ধরণের পরিবর্তন ঘটেছিল কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করা। 'ধারণা/কল্পমূর্তি' (perception) শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি থেকে যায়, তা হল আমি যেন অসতর্কভাবে ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে নারী পুরুষের চেতনা সম্পর্কে কিছু বলার প্রচেষ্টা করছি। সেই কারণে পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন যে, আমি 'ধারণা'-র কথা আলোচনা করতে চলেছি তা সম্পূর্ণ পাঠগত বা রাচনিক (textual)। সুতরাং নির্দিষ্ট পাঠগত প্রক্রিয়ার বাইরে আপাতত আমার কোনো বক্তব্য নেই, আমি কেবলমাত্র এই প্রক্রিয়ার ভিতরে যৌনতা ও লিঙ্গসম্পর্কের ধারণায়

কোনো পরিবর্তন বা সরণ ঘটেছিল কিনা তা দেখব রচনাভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। লিঙ্গসম্পর্ক নির্মিত ও রূপায়িত হয় ভাষাকাঠামোর ভিতরে, তর্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনাময় পরিসরে; তাই আমার উদ্দেশ্য হল, উনিশশ বিশ/তিরিশের টালমাটাল দশকে — যখন বিভিন্ন পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, স্বপ্ন দেখা হচ্ছে মুক্তির, নতুন আত্মপরিচয় নির্মাণের — তখনকার লিখিত সাহিত্য লিঙ্গকেন্দ্রিকতাকে (phallocentrism) কতদূর চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছিল বা আদৌ পেরেছিল কিনা। নারী-পুরুষের চৈতন্য বা তাদের মনোজগতে লিঙ্গসম্পর্কের কল্পমূর্তি পরিবর্তিত হয়েছিল কিনা বা কিভাবে হয়েছিল, সে বিষয়ে আলোচনার কোনো প্রয়াস আমি নেব না, তার সহজ কারণ মনোজগতের গতিনিয়ন্ত্রনের প্রকরণ আমার আয়ত্তাধীন নয়, আর তার পরিসরও ভিন্ন। বরং আমি গ্রহণ করব আলোড়নপূর্ণ সময়ের রচনাগুলিকে যেখানে মনোজগতের প্রতিফলন ঘটেছে, যাকে স্পিভাক বলেছেন, 'প্রতর্কের পরিসরে ক্রিয়ামূলক স্থানচ্যুতি' ('functional displacements in discursive field')। লেখকের জৈবিক পরিচয় আমার কাছে প্রধান বিচার্য নয়; বরং নারী পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন রচনার মধ্যে আমি একটি 'সঙ্কটপূর্ণ শক্তি' ('critical force')-র চিহ্নগুলি খুঁজতে চাইছি যা অন্তর্ঘাত করতে পারে গতেবাঁধা লিঙ্গ-ধারণাকে আর নারীত্ব (femininity) ও পুরুষত্বের (masculinity) প্রথাগত রূপক-উপমাগুলিকে এবং সামনে নিয়ে আসতে পারে আত্মপরিচয়ের বিস্থিত/অনিশ্চিত চরিত্রকে।

লিঙ্গ ধারণার ক্ষেত্রে 'পরিবর্তন' বলতে আমি ঠিক কি বোঝাতে চাইছি সেটি আরও একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। শীশ্নার্থকেন্দ্রিক সন্দর্ভে নারীর হয়ত কোনো স্থান নেই একমাত্র ছায়ামূর্তিসম বিপজ্জনক অপর হয়ে ওঠা ছাড়া। পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধ বয়ান নির্মাণের জন্য নারীর নির্দিষ্ট বিষয়ী (fixed subject) হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিও

সমস্যাজনক হয়ে উঠতে পারে। কারণ 'সাবজেক্ট' শব্দটিকে 'বিষয়ী'-তে রূপান্তরের মধ্যেই একটা সমস্যা নিহিত আছে। 'সাবজেক্ট' শব্দে অন্তত তিনটি অর্থের খেলা চলে। একাধারে তা বিষয়, বিষয়ী এবং প্রজা। অধীনতা আর বিষয়ীতার ফাঁকে জড়ানো তার অ(ন)ন্য অস্তিত্ব। নারী হয়ে পড়ে তথাকথিত 'হিউ-ম্যান' বা মানবের ল্যাকিং আদার বা অধঃপতিত অপর। যে ভাষায় সে পিতৃতন্ত্রকে প্রশ্ন করে, প্রতিস্পর্ধা জানায় সেই ভাষাও লিঙ্গায়িত (gendered), সেই ভাষার প্রতিটি শব্দ-অক্ষরের গায়ে লেগে আছে পুরুষানুক্রমিক চর্চার জলছাপ, যারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত, পরিবর্তিত, প্রতিসৃত হয়ে চলেছে। শব্দ আর অর্থ পারস্পরিক টানাপোড়েনে দোলায়িত। আর এই অর্থের নির্মাণের প্রক্রিয়াটাও ক্ষমতা, অর্থনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিক রীতিনীতি, ধ্যানধারণা নিরপেক্ষ নয়। যে সমাজ, যে কাঠামো প্রতি মূহুর্তে ভিন্নতার টুঁটি চেপে ধরে সেই সমাজের ভাষাতেই তো নিজেকে প্রকাশ করে 'অপর'। বুঝতে শেখে, বলতে শেখে, রুখে দাঁড়ায়। পিতৃতন্ত্রের যে বয়ানগুলি অর্থ নির্ধারণ করে তাকেই প্রশ্ন করা প্রয়োজন, নাহলে তার ফাঁদে পা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। 'অধিকার' নামক ধারণার পিছনেও আছে পুংবাদের অমোঘ নির্ঘোষ, ফলত সচেতন না থাকলে হয়ত বা নারীবাদের সমানাধিকারের দাবিও গিয়ে পড়তে পারে একই স্থানাঙ্কে। অর্থাৎ আধিপত্য-বিরোধিতার আখ্যানও শেষমেশ হয়ে উঠতে পারে অধি-আখ্যান (grand narrative)। তাই নারীর কণ্ঠস্বরকে খুঁজে বার করার বদলে হয়তো আমাদের উচিত নৈঃশব্দকে চিহ্নিত করতে পারা, তার উপস্থিতি নয় বরং অনুপস্থিতি, সেই প্রচেষ্টাকে খুঁড়ে বার করা যা হয়ত ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। যে অন্তর্ঘাতমূলক শক্তির প্রতি আমার আগ্রহ তাকে জাক দেরিদার 'অবিনির্মানের আন্দোলন' ('movements of deconstruction')-এর সঙ্গে সমার্থক বলা যেতে পারে। সুতরাং, সংক্ষেপে বলা যায় নারী মুক্তি বা নারীর

ক্ষমতায়নের সপক্ষে যুক্তি পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রথাগতভাবে দৃঢ়প্রোথিত যাবতীয় প্রতিষ্ঠান, আকার, চরিত্র, ধারণা, বর্গ, সংজ্ঞা ও চিত্রকল্পকে সমস্যায়িত করা এবং আত্মপরিচয় ও প্রতিরোধের সন্দর্ভকে বিস্থিত (destabilized) করে সীমানার প্রসারণকে চিহ্নিত করাই আমার গবেষণার উদ্দেশ্য।

প্রণালীবিদ্যা

আলোচ্য সময়ের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, 'এ-সব প্রতিক্রিয়া' হল '...কালের হাতের মার-এর মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার চেষ্টা। অতএব কালের পরিচয়টাই ধরতে হয় আগে'। অন্যদিকে ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে উক্ত কালপর্বকে বিশ্লেষণের জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের অনুসরণে বলা যায়, সাহিত্য সমালোচক ও ঐতিহাসিক 'must critically "interrupt" each other, bring each other to crisis, in order to serve their constituencies'। সাধারণত আমরা বাস্তব আর কল্পনাকে দুটি স্ববিরোধী বা বিপরীতার্থক (dichotomous) শব্দ বলে মনে করি। কিন্তু এরা দ্বান্দ্বিক ভাবে (বিরোধ ও মিলন) জড়িত। একে অন্যকে প্রভাবিত করে। প্রথাগতভাবে লিখিত/রচিত ইতিহাসের পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, জীবনী, স্মৃতিকথা, সিনেমা-নাটক-যাত্রা, খবরের কাগজ, শোনা কথা ইত্যাদি কতশত রচনাকে (text) আশ্রয় করে আমরা প্রতিনিয়ত কাহিনির কক্ষপথে বিচরণ করছি। প্রতিটি উপস্থাপিত টেক্সটের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অপরাপর সম্ভাবনা, বৈসাদৃশ্য, বিভিন্নতা যা প্রাধান্যকারী বয়ানকে প্রশ্ন করে। ইতিহাসের তথ্যসূত্র হিসাবে তাই ফ্যাক্ট ও ফিক্শনের মধ্যে যাতায়াত নিরন্তর। সেই কারণে

গবেষণা যেন হয়ে ওঠে এক খননকার্য যা অতীত কুঠুরি থেকে বের করে আনে স্মৃতি যা থেকেও নেই আর সেই সব বৈসাদৃশ্য যা চ্যালেঞ্জ করতে পারে ইতিহাসের মান্যতাকে। তাই প্রণালীগত (methodologically) দিক থেকে আমি সাহিত্যগত আর ইতিহাসগত রচনাগুলিকে সমগুরুত্বে বিবেচনা করেছি। কোনো একটি নির্দিষ্ট রচনার সাহিত্যগুণ বিচার করা নয় বরং বিভিন্ন রচনাকে আন্তঃরাচনিক প্রেক্ষিত (intertextuality) থেকে বিচার করে আলোচ্য সময়কে ধরতে চেয়েছি। সেই কারণে প্রয়োজন তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির একটি সাধারণ ধারণা।

নারীবাদী তাত্ত্বিক কাঠামো ও দিশা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। প্রারম্ভেই স্পষ্টভাবে জানাতে চাই যে, আমার গবেষণা নারীবাদী পরিপ্রেক্ষিত ও তত্ত্ব আশ্রয় করে রচিত হয়েছে। অর্থাৎ আমার প্রণালীবিদ্যা এবং প্রকরণ হল নারীবাদ। কিন্তু আমি আমার অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিশেষভাবে সেই সমস্ত নারীর অশ্রুত কণ্ঠস্বর তুলে ধরার চেষ্টা করিনি যাঁরা এতদিন পর্যন্ত ছিলেন অবদমিত বা প্রান্তিক। পুরুষ সাহিত্যিকদের কলমে নারী বা নারীকেন্দ্রিক প্রশ্নগুলি কিভাবে প্রাসঙ্গিকতা পাচ্ছে বা বিষয় হয়ে উঠছে বা আদৌ উঠছে কিনা সেটি পর্যালোচনা করাও আমার গবেষণা বহির্ভূত। আমার নির্বাচন করা সাহিত্যে নারী কিভাবে লিঙ্গায়িত বিষয়ী হিসাবে উপস্থাপিত হয়ে চলেছিল তা আমি অনুসন্ধান করতে চাইছি না । কিংবা কেট মিলেট ও অন্যান্য দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে খুঁজে দেখতে চাইছি না কিভাবে পুরুষ সাহিত্যিকদের রচনায় নারী ও তার যৌনতার উপস্থাপন ঘটেছে এবং কিভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতো পিতৃতান্ত্রিকতা সেখানে কাজ করে গেছে; বা সত্তরের দশকের নারীবাদচর্চায় (gynocritical) যেভাবে নারীর 'আত্মীকৃত চেতনা/উপলব্ধি'-র তুলে ধরার ধারা তৈরি হয়েছিল তাকে অনুসরণ করাও আমার

উদ্দেশ্য নয় অর্থাৎ মেয়েদের হারিয়ে যাওয়া বা উপেক্ষিত লেখা খুঁজে বার করা এবং দেখানো যে, কিভাবে মেয়েরা লেখার মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক প্রথাসিদ্ধ আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছিল এবং একাধারে অন্তর্ঘাত করেছিল। আলাদা করে নিম্নবর্গের নারীদের কথা বা নারী কিভাবে নিম্নবর্গায়িত (subalternised) হয়ে ওঠে সেই বিতর্কও আমার গবেষণার পরিধির অন্তর্গত নয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, লিঙ্গ-সম্পর্কের নিরিখে নারীর লিঙ্গায়িত উপস্থাপনের নারীবাদী সমালোচনা পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, সাহিত্যিক রচনার (নারী পুরুষ নির্বিশেষে) স্ববিরোধ, অলংকার, উপমা, রূপক, বক্রোক্তি এবং নৈঃশব্দের ভিতরে আমি চিহ্নিত করে চাই লিঙ্গ-সম্পর্ক ও যৌনতার কল্পচিত্রকে। সেক্ষেত্রে নারীবাদী বীক্ষা ও প্রেক্ষিত হবে আমার বিশ্লেষণের উপকরণ। স্বভাবতই আমার গবেষণার ধাঁচা সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু তা সর্বাংশে নয়, চিহ্নলক্ষণ (semiotics) সংক্রান্ত কাজ আমি করব না। আমার গবেষণার অভিমুখ হবে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির দিকে, কম বিচারমুখী (less judgemental) মূল ঝোঁক থাকবে চেতনা ও উপলব্ধির স্তরে।

একটি কথা উল্লেখ করা খুব জরুরি যে, লিঙ্গ-সম্পর্ক বলতে আমি কেবলমাত্র বিষমলিঙ্গ অর্থাৎ নারী-পুরুষের যৌনতা এবং লিঙ্গ-সম্পর্ক নিয়ে বর্তমান গবেষণা-নিবন্ধে আলোচনা করব। সমলিঙ্গ-সমকামী বা অন্যান্য অনেক ধরণের যৌনতা ও তাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যবর্তী সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে। আমি এই বিষয়ে অবহিত যে আমার নির্বাচিত কালপর্বে 'অপর' বা 'অন্য' যৌনতা সংক্রান্ত আলোচনা করা অনেক বেশি কঠিন, কারণ তথ্যসূত্রের অপ্রতুলতা। আজকের সমাজেও হেটেরোসেক্সুয়াল নরম্যাটিভ ডিসকোর্স অর্থাৎ বিষমলিঙ্গের মান-নির্ণায়ক সন্দর্ভের বাইরে অন্য যাবতীয় যৌনতার অভিজ্ঞতা ব্রাত্য, উপেক্ষিত, এমনকি নিপীড়িত ও

অবদমিত। সুতরাং স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন পরিস্থিতি কিরকম ছিল। সর্বসমক্ষে সমকামীদের নিজেকে প্রকাশের সামান্যতম সুযোগ ছিল না। কিন্তু সমাজে অপরাপর চর্যা ও অভ্যেসের উপস্থিতি সম্পর্কে ইশারা পাওয়া যায় নানাভাবে।

সাহিত্য নিরীক্ষণ, পর্যালোচনা এবং উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি

আকর গ্রন্থগুলি যেহেতু মূল অংশে আলোচ্য তাই এখানে আমি সেই বইগুলি আলোচনার মধ্যে রাখছি না। আলোচ্য ঐতিহাসিক কালপর্বকে জানা; তার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংবেদন এবং মননকে জানা এবং অনুভবের জন্য আমি কতকগুলি বইয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছি, প্রচুর সাহায্য নিয়েছি বা বলা ভালো যথেচ্ছভাবে সন্দর্ভে ব্যবহার করেছি। এছাড়াও, তাত্ত্বিক ও প্রকরণগত কাঠামো নির্মাণের জন্যও কয়েকটি গ্রন্থ আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। দেখার দৃষ্টিকোণের প্রসারতা থেকে শব্দভাণ্ডার সৃজন – প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমি লাভবান হয়েছি। নিম্নলিখিত অংশে আমি সেই বইগুলি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

দ্য জেন্ডার অফ মডার্নিটি গ্রন্থে রিটা ফেলস্কি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন: আধুনিকতার লিঙ্গ (জেন্ডার) কাকে বলে? কোনও একটি ঐতিহাসিক কালপর্বের কি লিঙ্গ থাকতে পারে? সাধারণভাবে প্রশ্নগুলি খুবই বিমূর্ত লাগে। তাই তিনি বলছেন যে, ‘রাচনিকতার ঐতিহাসিকতা (historicity of texuality) এবং ঐতিহাসিকতার রাচনিকতা’-র ধারণাটি প্রাথমিক পর্যায়ে যতটা দুরূহ বলে মনে হত, হয়ত ততটা নয়’। রিটার মতে, যদি আমাদের অতীত সম্পর্কে ধারণা অবশ্যম্ভাবীভাবে কাহিনি (narrative)-র ব্যাখ্যামূলক যুক্তি দ্বারা রূপায়িত হয়ে থাকে, তাহলে যে গল্পগুলি আমরা

নির্মাণ করি সেগুলিও লিঙ্গ প্রতীকিবাদের (symbolism) অপরিহার্য উপস্থিতি ও ক্ষমতাকেই উন্মোচিত করবে। এই আধুনিক পরিসরেই সম্ভবত সব থেকে বেশি করে সাংস্কৃতিক রচনাগুলি পুরুষত্ব ও নারীত্বের রূপক দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে আছে। সেই কারনেই ইতিহাসের লিঙ্গ-কেন্দ্রিকতা, এবং তার সঙ্গে ঐতিহাসিকতার লিঙ্গের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রিটা এই বিষয়টিকেই তাঁর বইয়ের পরবর্তী আলোচনার leitmotif বলে অভিহিত করেছেন। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে আমার গবেষণার মূল সুরটিও এই তারেই বাঁধা।

নারীবাদী প্রতর্কে স্থিরীকৃত বিষয়ী (fixed subject)-র নির্মাণ প্রক্রিয়াটিকে সমস্যায়িত (problematize) করার জন্যে আমি প্রতিনিধিত্বকারী উদাহরণ হিসেবে দুটো পাঠকে বেছে নিয়েছি। জুডিথ বাটলারের 'Contingent Foundations: Feminism and Question of 'Postmodernism'' আর ডোনা হারাওয়ের *A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s*। উত্তর-আধুনিকতা আর নারীবাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বাটলার বলেছেন, রাজনীতির জন্য স্থিতু/নির্দিষ্ট বিষয়ীর কল্পনা করা সব সময়েই গণ্ডগোলের। কারণ তা রাজনীতির সীমা বা পরিসরকেই সীমায়িত করে। সমালোচনার যেকোনো ইশারাই সেখানে প্রাকরুদ্ধ (foreclosed)। বলা ভালো এহেন বিষয়ীর নির্মাণের প্রক্রিয়াটাই ভিন্নতর সম্ভবনাগুলোকে আত্মস্যাৎ করে নেয়। তার নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্ভবপর হয় 'অ(ন্যা)ন্য'-কে বহিষ্কার(exclusion)-এর মধ্যে দিয়ে। অপরের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার বিনিময়েই তৈরী হয় একটা সুস্থিত, সার্বজনীন বিষয়ী। তিনি 'বিষয়ী'-র ধারণা থেকে সরে আসছেন না বরং তিনি বিষয়ীর সংস্থানের (constitution of the subject) প্রক্রিয়াটিকেই সমস্যায়িত করতে বলছেন।

আমরা সর্বজনীন ও সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষার এক সুনির্দিষ্ট বিরোধী-আখ্যান পাই হারাওয়ের সাইবর্গ ম্যানিফেস্টোতে। নারীবাদের বিষয়ী হিসাবে তিনি সামনে এনেছেন সাইবর্গের ধারণাকে। যার কোনো জন্মলগ্ন নেই, সামগ্রিকতা নেই, আশীর্বাদ বা আশঙ্কা নেই, নেই প্রকৃতির সঙ্গে কোনো একতা। পিতার পাঁজর বা মাতার গর্ভ থেকে যে জন্মায়নি। যার নিষ্টা একমাত্র স্থানিকতায়, শ্লেষে, সংলগ্নতায়, বিকৃতিতে। সাইবর্গ ভেঙে দেয় যাবতীয় প্রচলিত প্রত্যয়গুলোকে। জৈব-নিশ্চয়তার ভিতকে নস্যাৎ করে লহমায়। মানুষ-পশু, যন্ত্র-জৈবিক, দেহী-বিদেহী ইত্যাদি দ্বিত্তের সীমারেখা ভেঙে দেয়।

হারাওয়ে সরাসরি সাইবর্গকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিষয়ী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই বিষয়ী স্থিরিকৃত নয় বরং চূড়ান্ত ভাবে বিস্থিত/ স্থিতিচ্যুত (destabilized)। হারাওয়ের মতে সমাজতন্ত্রী বা নারীবাদী দুই শিবিরই তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোয় স্থানু/সার্বজনীন বিষয়ীকে কেন্দ্রে স্থাপন করে, নিষ্পেষণের বিবিধ উপায়কে আত্মীকৃত করেছে। আর অন্য সমস্ত সম্ভাবনাকে বাদ দিয়েছে। হারাওয়ে তাই মনে করেন একমাত্রিক বস্তুনিষ্ঠতায় বা কোনো বিশেষ বিশেষণে নারীবাদকে ধরা যাবে না। সুতরাং আত্মপরিচয় (identity)–র ভিত্তিতে কোনো একতাও সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তিনি সন্নিহিতি (affinity)-র কথা বলেছেন, একমাত্র যার মাধ্যমেই সংযোগ সম্ভব। অর্থ্যাৎ হারাওয়ে যৌন-ভিন্নতার বাইরে গিয়ে নারীবাদের জন্য বিষয়ীর সন্ধান করলেন, যা বিস্থিত।

চারু গুপ্তা *সেক্সুয়ালিটি, অবসিনিটি, কমিউনিটি* গ্রন্থে দুটি পৃথক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন – ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে উত্তর ভারতে পিতৃতন্ত্রের পুনর্গঠন এবং এই সময়কালেই হিন্দু সংগঠন এবং মতাদর্শের উগ্র রূপ গ্রহণ। চারু পরিচিতির ধারণা (concept of identity)-কে সর্বজনীন অর্থে না ধরে, কৌশলগত

এবং অবস্থানগত অর্থে দেখতে চেয়েছেন। তিনি তুলে ধরেছেন কিভাবে পুরুষতন্ত্রের অভ্যন্তরে এবং পুরুষতন্ত্রের সাহায্যে একমাত্রিক সাম্প্রদায়িক পরিচিতি তৈরী হয়। ক্ষমতাশালী আধুনিক হিন্দু নারীর পরিচিতি নির্মাণের জন্য সাহিত্যে এবং জনপ্রিয় সাংস্কৃতিকচর্চায় কিভাবে একটি বিশেষ যৌনতার ভাবমূর্তির উপস্থাপন ঘটেছে, তাও তিনি আলোচনা করেছেন। 'নতুন রাষ্ট্র'-এর সঙ্গে 'নতুন হিন্দু নারী'-র পরিচিতি নির্মাণ অঙ্গাঙ্গী জড়িত। স্বাভাবিক ভাবেই নারীর এই অনড়, অনমনীয় সংজ্ঞায় বাদ পরে যাবে অন্য যাবতীয় পরিচিতি।

চারু গুপ্তা দাবি করেছেন 'অন্দর' (private), 'বাহির' (public) বলে দুটি পৃথক পরিসর কখনওই ছিল না— যদিও হিন্দুত্বের দৃঢ় ঘোষনার জন্য পারিবারিক পরিসরটি খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। যেকোনো স্থানিক ও রাজনৈতিক চর্চার মধ্যেই বিবিধ ও বহুসত্ত্ব পরিসর জড়িয়ে থাকে, এবং এই পরিসরগুলি ভেতর থেকেই অস্থিত। নারীত্বের নতুন আদর্শও ক্রিয়াশীল ছিল সর্বস্তরে। স্তরগুলির মধ্যে সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট। ব্যক্তিগত পরিসরের সমস্যাগুলি আলোচিত হত প্রকাশ্যে, জনপরিসরে – বাজার, রেলস্টেশন, ছাপাখানা বা সাহিত্যে। তৎকালীন সময়ের যৌনতা, অশ্লীলতা এবং গোষ্ঠীর ধারণাকে বুঝতে চারু গুপ্তার গ্রন্থটির কাছে খুবই উপকার পেয়েছি।

আশিস নন্দী *এক্সাইলড অ্যাট হোম* (অধ্যায়: 'উওম্যান ভার্সেস উওম্যানলিনেস ইন ইন্ডিয়া', 'দ্য সাইকোলজি অফ কলোনিয়ালিজম', 'দ্য আনকলোনাইজড মাইন্ড') গ্রন্থে ভারতীয় সমাজের অন্তর্লীন মনস্তত্ত্বের সন্ধান করতে চেয়েছেন। কৃষিজীবী সমাজের নারীর আদিরূপ (architype)-এর ধারণা প্রবাহিত হয়েছে আধুনিক সময়েও। বিভিন্ন উপমা ব্যবহৃত হয়েছে নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত করে ভাবার ক্ষেত্রে। আশিস নন্দী মনে করেন, ভারতীয় সমাজে মাতা-পুত্র সমঝোতাই হল প্রধান ভিত্তি। ভারতীয়

পুরুষদের ভয় এখানে নয় যে, সে নারীসুলভ হয়ে পড়বে বা তার পৌরুষ হারাবে। পৌরুষ (potency) এমন কোনও বিশেষ গুণ নয় যার জন্য সে সংগ্রাম করে বা বাইরের সঙ্গে লড়ে। বরং নন্দীর মতে, এখানে পুরুষের ভীতি হল নারী যদি তার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ নারী প্রতারণা করবে, হিংসা করবে, দূষিত করবে বা মাতা হিসাবে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে। বস্তুত, ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অন্তর্মুখী বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতার কথা উঠে আসছে এখানে। সৃজনশীলতা এবং নারীসুলভতার প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্যের থেকে পৃথক। নারীত্ব এবং ক্ষমতার ঐতিহ্যগত আন্তঃসম্পর্কটি ঔপনিবেশিক শাসনের কাছে সমস্যাজনক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। ভারতীয় মনস্তত্ত্বের এই ভাষ্য, অন্যান্য ব্যাখ্যার সমান্তরালে আমায় অপর সম্ভাবনাগুলিকে খতিয়ে দেখতে সাহায্য করেছে।

প্রভিন্সিয়ালিজিং ইওরোপ নামক দীপেশ চক্রবর্তীর বইটি মূলত দুটি ভাবে বিভক্ত। প্রথমে তিনি আলোচনা করেছেন ইতিহাসবাদ এবং আধুনিকতার আখ্যান সম্পর্কে। পরের অংশে আছে উচ্চবর্ণের হিন্দু, শিক্ষিতদের আধুনিকতার কিছু প্রসঙ্গ বা বিষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান। তাঁর মতে উনিশ শতকের ইউরোপের দুটি বৌদ্ধিক উপহার হল – 'ইতিহাসবাদ' এবং 'রাজনৈতিক'-এর ধারণা, যা আধুনিকতার সঙ্গে সংযুক্ত। একই সঙ্গে আধুনিকতা এবং আলোকপ্রাপ্তির ধারণা দুটি পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে সংযুক্ত। সেখান থেকে যাবতীয় ধারণা ছড়িয়ে পড়ে বাইরের দিকে। ঐতিহাসিক সময়কাল নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে ইতিহাসবাদ দ্বারা। ইতিহাসবাদ ঐতিহাসিক সময়কালকে ব্যবহার করে পাশ্চাত্য ও অ-পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের মাপকাঠি হিসাবে। অর্থাৎ অনেক আগে থেকে এবং বেশি এগিয়ে থাকা দেশগুলির (অবশ্যই পাশ্চাত্যের) মধ্যে পিছিয়ে থাকা বা পরে 'অগ্রগতি'-র সূচনা হওয়া দেশগুলি

খুঁজে পাবে নিজেদের ভবিষ্যত। বিভিন্ন চিন্তাবিদের রচনা আলোচনা করে দীপেশ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকের এই ইতিহাসবাদ পাশ্চাত্য-বহির্ভূত দেশগুলিকে বুঝিয়েছিল যে, তারা এখনও প্রস্তুত নয়, পর্যাপ্তভাবে উন্নত নয়, তাই এখনও অপেক্ষা করতে হবে।

বিশ শতকে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী গণতান্ত্রিক দাবীগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল স্বায়ত্ত্ব শাসন, যা ঔপনিবেশিক প্রভূর অপেক্ষাগারের (waiting room) ধারণাকে খণ্ডন করে কালিক সক্রিয়তার (temporal action) ধারণাকে সজোরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাৎক্ষণিক (now)-কে সামনে আনার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ অ-পাশ্চাত্য সমাজগুলিতে রাজনৈতিক আধুনিকতার প্রশ্নটির একেবারে কেন্দ্রে এসেছিল ইতিহাসবাদের সমালোচনা, পরে নয়, 'এখন'-ই যা হওয়ার হবে। তার জন্য প্রস্তুতির আর প্রয়োজন নেই। 'এখনও নয়'-এর যুক্তি দিয়ে ঔপনিবেশিক প্রভূ কর্তৃক স্বায়ত্ত্ব শাসন নাকচ হওয়ায় জাতিয়তাবাদী অভিজাতরাও এই 'অপেক্ষাগার'-এর ধারণাকে নস্যাৎ করতে শুরু করেছিল। বিশ শতকের আর একটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য হল প্রথাগতভাবে শিক্ষিত না হয়ে ওঠা বা নাগরিকত্বের ধারণা ছাড়াই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্রিয়ায় যোগদান করেছিলেন বিপুল সংখ্যক কৃষক। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝের কালপর্বে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দ্রুত পালটে যাচ্ছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের জগত। এই বদলে যাওয়া জগতের সামাজিকতাকে বুঝতে আড্ডার ইতিহাসের শরণাপন্ন হয়েছেন দীপেশ চক্রবর্তী। আধুনিক বিষয়ী হিসাবে বিধবা নারী-র উত্থানের প্রশ্নটিও আলোচনা করেছেন তিনি। এছাড়াও ইতিহাসবাদের সমালোচনার পেশ করেছেন তিনি। সুতরাং সামগ্রিকভাবেই তাত্ত্বিক এবং পরিস্থিতিগত বোঝাপড়ার জন্য এই বইটি আমায় প্রভূত সাহায্য করেছে।

রজতকান্ত রায়ের *এক্সপ্লোরিং ইমোশানাল হিস্ট্রি* বইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি ভারতীয় জাগরণের (Indian awakening) অনুভূতির ইতিহাস অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। এই ইতিহাস রচনার মূল উপাদান হিসাবে সাহিত্যকেই তিনি চিহ্নিত করেছেন। এই বিষয়ে যেহেতু ইতিপূর্বে খুব বেশি কাজ হয়নি, সেকথা রায় নিজেই জানিয়েছেন, তাই তাঁর গ্রন্থটি আমায় বিশেষভাবে উপকৃত করেছে। রজত রায় মনে করেন, ভারতীয় জাগরণে নারীর নিজস্ব মন তৈরি হয়েছিল, সাহিত্যে যার প্রকাশ ঘটেছিল প্রেমের বিভিন্নতায়। পুরাতন যৌন-নৈতিকতার সঙ্গে তীব্র পার্থক্য সূচীত হয়েছিল এই সময়। পার্থক্যের মূল কারণ হল নারীর নিবিড় সত্য অন্বেষণ। নারী এখন আর প্রেমিকার বিমূর্ত ব্যক্তিত্বের প্রতীক স্বরূপ নয়, সে এখন নিজের অধিকারবলেই এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, পৌরানিক সত্য প্রকাশের প্রণালী বা কামজ আবেদনের উপকরণ নয়। সে আর পরকীয়া বা স্বকীয়া নয়, কোনো পুরুষের সম্পত্তি নয় সে, নিজের অধিকারে বলিয়ান সে। রায় মনে করেন চিন্তাজগতে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছিল পরিবার ও সমাজ জীবনে। পিতৃতন্ত্র তার ভিত্তি পরিবর্তন করেছিল। তা সত্ত্বের অনুভূতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, বিরহ এবং ভাব-সম্মিলনের আন্তঃসম্পর্ক একটি শক্তিশালী সমবায় হিসাবে থেকে গিয়েছিল, আধুনিক ভারতীয় সমাজে পরিস্থিতির নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও।

পাশ্চাত্য প্রভাবের সময়কাল হিসাবে তিনি ১৯২০ ও ৩০ এর দশককে চিহ্নিত করেছেন, যে সময়ে কিছু লেখক পাশ্চাত্য পরীক্ষানিরীক্ষার প্রতি বিমুগ্ধতা পোষন করতেন, আর এই আবেগতাড়িত পদক্ষেপই বেশ কয়েকজন শক্তিশালী লেখককে দেশীয় অনুপ্রেরণার উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল বলে তিনি মনে করেন। কারণ "'আপ টু ডেট" থাকার এই আবেগতাড়িত বাসনা সর্বদা সব থেকে ভাল ফল উৎপাদন

করে না।' আমার সন্দর্ভে এই গ্রন্থের সঙ্গে আমার নিবিড় কথোপকথন হয়েছে। একদিকে যেমন উপকৃত হয়েছি, অন্যদিকে তাঁর দাবী সমসময় মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর মূল প্রতর্কের সমালোচনার মধ্যে দিয়ে আমার যুক্তিগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

শিপ্রা সরকার, অনমিত্র দাশ সম্পাদিত *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা* গ্রন্থটিতে বাংলার সাম্যবাদী, বামপন্থী ও মার্কসবাদীচর্চার আদি থেকে চল্লিশের দশকের শেষ পর্যন্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে সংকলিত লেখাগুলির সাহায্যে। প্রবন্ধগুলির সজ্জা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ১৯০০-২০-র মধ্যে রাশিয়া, সাম্যবাদ, কম্যুনিজম ইত্যাদি নিয়ে খুব স্পষ্ট না হলেও এক ধরণের আগ্রহ ও চর্চা শুরু হয়েছিল। ভারতের বিকল্প ভবিষ্যত সম্পর্কিত আলোচনায় গান্ধি-মার্কস-লেনিন পাশাপাশি আলোচিত হতে শুরু করেন। রাশিয়া সম্পর্কেও মোটের উপর সপ্রশংস মনোভাব বজায় ছিল। আলোচনাকারী ব্যক্তিরা বা পত্রিকাগুলি সে সবসময় সাম্যবাদী বা বামমনস্ক ছিলেন তা নয়। সাম্যবাদী না হয়েও শ্রমিক-কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেকেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন বা কলম ধরেছিলেন। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এক অংশও বলশেভিক/সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এরপরের পর্বে ফ্যসিবাদ বিরোধিতার সময় কম্যুনিস্টদের সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি ঘটেছিল, লেখক শিল্পী সংঘে সমাবেশ হয়েছিল বহু উজ্জ্বল নক্ষত্রের। *প্রগতি লেখক সংঘ*-র বিভিন্ন বক্তব্য এবং অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ সংকলিত হওয়ার ফলে, তৎকালীন সাহিত্যিক ও বৌদ্ধিক মননের একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। জানা যায় মন্বন্তরের সময়ও ত্রাণকার্যে স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের ফলে কৃষক ও জনসমাজেও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল কম্যুনিস্টদের। এমনকি মেয়েদের জন্য আলাদা

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছিল। সাহিত্যে নবত্বের ধারণা এবং প্রগতিবাদের প্রয়োগ বোঝার জন্য এই গ্রন্থটির বিশেষ সাহায্য পেয়েছি।

এছাড়াও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের বিভিন্ন রচনা এবং বিশ্লেষনী ধারা আমার দৃষ্টিকোণ নির্মাণের ভিত্তি তৈরি করেছে। মিশেল ফুকোর যৌনতার ইতিহাস-এর কথা অবশ্যই উল্লেখ্য। আমার সন্দর্ভের মূল অংশে এঁদের লেখা নিয়ে আলোচনা থাকবে। এছাড়াও ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে ধারণা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও তথ্যের জন্য আমি বিশেষ করে চারটি গ্রন্থের প্রতি কৃতজ্ঞ -- সব্যসাচী ভট্টাচার্য লিখিত *বাংলায় সন্ধিক্ষণ: ইতিহাসের ধারা ১৯২০-১৯৪৭,* শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পলাশি থেকে পার্টিশন,* এবং সুমিত সরকার রচিত *মডার্ন ইন্ডিয়া* এবং *মডার্ন টাইমস*। একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন: বাংলা ভাষায় সমাজবিজ্ঞান, দর্শন বা তাত্ত্বিক লেখালিখি সংক্রান্ত প্রভূত সমস্যার কথা। কোনও মান্য পরিভাষা বাংলায় নেই বললেই চলে। বাক্য গঠনেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যায় আমায় অনেকদূর সাহায্য করেছে প্রদীপ বসুর *বাংলা ভাষায় সমাজবিদ্যাচর্চা* গ্রন্থটি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের জন্য আমায় নির্ভর করতে হয়েছে মূলত সুকুমার সেনের *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: পঞ্চম খন্ড,* ভূদেব চৌধুরি রচিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা,* গোপিকানাথ রায়চৌধুরির *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য* সহ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্র গুপ্ত প্রমুখ লেখকের গ্রন্থগুলির উপর। এছাড়াও তৎকালীন সময়ে মোহিতলাল মজুমদার, জহরলাল বসু, প্রথম চৌধুরি থেকে গোপাল হালদার – অনেকের লেখার সাহায্য নিয়েছি আমি।

প্রকল্প এবং মূল অংশ

বিশ শতকের শুরুর দিক অবধি বাংলাদেশের সমাজকাঠামো ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, কৃষিভিত্তিক। চাকরির কারণে কলকাতায় আসা যাওয়া করলেও মধ্যবিত্ত বাঙালীর মূল আকর্ষণ ছিল গ্রামের বাস্তুভিটে। ক্রমশ ম্যালেরিয়ার বিস্তার, জমি সংক্রান্ত কলহ, অর্থনৈতিক সংকট গ্রামের প্রতি আকর্ষণ শিথিল করে। তারা শহরের, বিশেষত কলকাতার বাসিন্দা হয়ে উঠতে থাকেন। কলকারখানা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি শ্রমিক সম্প্রদায় ব্যাপকতর হয়। ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের সমান্তরালে তৎকালীন ও পরবর্তী কালের বিভিন্ন সাহিত্যে এই বদলের ছবি ফুটে উঠেছে; বিশেষ করে মেসবাড়িগুলোর রমরমার কথা। গ্রাম-মফস্বল থেকে আসা অসংখ্য ছাত্র, চাকরিজীবী, বেকারের আশ্রয় হয়ে ওঠে মেসগুলো। এছাড়াও ছিল গ্রামতুতো, পাড়াতুতো বা পারিবারিক আত্মীয়তার সূত্রে কলকাতায় কোনো অবস্থাপন্ন বাড়িতে মাথা গোঁজার ঠাই করে নেওয়া।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দশ বছরের মধ্যে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার নিয়েছিল। এই সূত্র ধরেই এসেছিল পারিবারিক সংস্কার বর্জনের প্রক্রিয়া। শহরবাসী মধ্যবিত্তের প্রয়োজন-রুচি-সাধ্যের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। একদিকে যেমন বাল্যবিবাহ জনপ্রিয়তা হারাল তেমনই মেয়েরা ক্রমশ স্কুল, কলেজ, চাকরিতে যেতে আরম্ভ করল। সুকুমার সেনের ভাষায়, '...শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর আর্থিক অবনতি দ্রুততর ঘটিতে লাগিল। বার-চৌদ্দ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া দুরূহ হইতে লাগিল। অগত্যা মেয়েদেরও স্কুলে পাঠাইতে হইল। ইস্কুল-কলেজে পড়া মেয়েদের পক্ষে আর আগেকার একান্নবর্তীচালে আত্মীয়-পরিজন লইয়া চলা সম্ভব হইল না। সুতরাং ঘরের আয়তন ও আবহাওয়া বদলাইতে লাগিল।' স্বাভাবিক ভাবেই বাস্তবের অভিঘাতে

মেয়েদের চিন্তা, চেতনা, রুচির ক্ষেত্রেও বিপুল পরিবর্তন হতে শুরু করল। পুরুষরাও পুরানো চিন্তাকাঠামো ছেড়ে বেরিয়ে বাস্তবের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হল। ১৩৩৪-র মাঘ মাসে 'কল্লোল' পত্রিকার 'ডাকঘর' শীর্ষক ফিচার থেকে উদ্ধৃত করেছেন ডঃ রবিন পাল, '...এমন অবস্থা আসিয়াছে একমাত্র পুরুষের সামান্য উপার্জনে আর একটি পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য বা বস্ত্রও যোগাড় হইয়া ওঠে না। এই অবস্থায় আবশ্যকবোধে নারীকেও উপার্জন করে পরিবারকে সাহায্য করিতে হইতেছে। এরূপ পরিবারও আছে, শিক্ষিতা নারীর উপার্জন দ্বারা সমগ্র পরিবার প্রতিপালিত হইতেছে।' 'অর্থনৈতিক এই মন্দার অভিঘাতে গড়া বাঙালি শিক্ষিত তরুণের বাস্তবিক অসহায়তার ছবি নানা সূত্রে ধরা আছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "কল্লোল যুগ"-এ', বলে মন্তব্য করেছেন ভূদেব চৌধুরি। আর ডঃ রবিন পালের মতে 'এই থেকেই জন্ম নেয় রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন সন্ত্রাসবাদের ব্যাপকতা, সামাজিক ক্ষেত্রে তেমনি নানান *স্বেচ্ছাচারিতা* (তির্যক চিহ্ন আমার)।' এই *স্বেচ্ছাচারিতা*-র মধ্যেই নিহিত ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালির লিঙ্গ-সম্পর্ক ও আত্মজিজ্ঞাসার নতুন সম্ভাবনাগুলি।

বলাবাহুল্য, মননের জটিলতা, ঔপনিবেশিকতা এবং জাতীয়তাবাদের যৌগিক আবর্তে আরও আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছিল। কলকাতার নাগরিক পরিসরে আধুনিকতা (modernity) এবং আধুনিকতাবাদ (modernism)-এর দ্বন্দ্ব এই সময়কালে নতুন মাত্রা পেয়েছিল। বিশের দশকের পরিস্থিতিতে বর্তমানকে পরিবর্তনের দায়িত্ব, আধুনিকতাকে নিজস্ব প্রয়োজন ও ভঙ্গিমায় সংজ্ঞায়িত ও মূর্ত করার প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে আত্মপরিচয়ের ক্ষুধা নতুন মাত্রা পেয়েছিল বলা যায়। স্বভাবতই বেড়েছিল ব্যক্তিক, মনস্তাত্বিক ও সামাজিক টানাপোড়েন। পার্থ চ্যাটার্জী মনে করেন আধুনিকতার প্রতি আমাদের মনোভাব তাই গভীরভাবে অনিশ্চ্যতার-দ্ব্যর্থতার-অনির্দিষ্টতার। ঐতিহাসিক

সব্যসাচী ভট্টাচার্য বিশশতকের প্রথম দশকগুলির কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল নতুন মধ্যবিত্ত মুসলিম শ্রেণির বিকাশ, রাজনীতির বাঙালিয়ানা (vernacularization) ও 'বাঙালি দেশপ্রেম' এবং রাজনীতি ও জনপরিসরে নারীদের অংশগ্রহণ ও নতুন ভদ্রমহিলা বর্গের আবির্ভাব।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে সমগ্র বাংলার মনন ও সত্তার ইতিহাস আলোচনা করা এই নিবন্ধের সীমার মধ্যে সম্ভব নয়, যদিও ভবিষ্যতে আমি গবেষণাটিকে আরও বিস্তৃত করার পক্ষপাতি। কিন্তু বর্তমানে আমি শুধু শহর কলকাতার মধ্যেই আলোচনা সীমায়িত রাখতে চাই। সেটি শুধুমাত্র স্থানাভাবে নয়, আমি বিশেষভাবে এই শহরের মানসিক স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে চাইছি যার সঙ্গে গোটা বাংলার পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কারণ বাংলার ইতিহাস সমসত্ত্ব বা একশিলাবৎ নয়, শহর থেকে গ্রামে, এমনকি ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদেও মানসিকতার পার্থক্য ঘটে যায়। মধ্যবিত্তের সত্তার পুনর্নির্মাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কলকাতা শহর। আমি গবেষনায় কলকাতা শহরটিকে চিহ্নিত করেছি, যে সমস্ত সাহিত্য নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমি কাজ করব (উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ-স্মৃতিকথা- জার্নাল), তার অকুস্থল (locale) হিসাবে। এই সমস্ত সাহিত্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শহরের মননকে ভাষান্তরিত করেছে, শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক স্থান হিসাবে নয় বরং একটি কল্পিত পরিসর হিসাবে কলকাতার স্থানিকতা বিস্তারিত হচ্ছে এই সময়, একটি অঞ্চল হয়ে উঠছে আকাঙ্ক্ষা ও হতাশার প্রতিমূর্তি। আমার প্রতিপাদ্য এই যে আধুনিকতার টানাপোড়েনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতাও রূপায়িত হয়েছে আধুনিক শহরের ছায়ামূর্তি (spectrality) হিসাবে। শহরের কায়িক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মফস্বলের প্রভাব। জনপরিসরে কলকাতার শহুরে নেতৃত্ব কমজোর হতে থাকে, সেই স্থান নেয়

মফস্বলের নতুন প্রজন্ম। পার্শ্ববর্তী গ্রাম, ছোট শহর ও কলকাতার বিস্তীর্ণ পশ্চাদভূমির জীবনযাত্রার অনুপ্রবেশের ফলে (যা এতদিন এলিট গোষ্ঠীর অবজ্ঞার বিষয় ছিল) সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও নতুন মাত্রা যুক্ত হল।

স্বভাবতই, ১৯২০ ও তার পরবর্তী দশকে বাংলা সাহিত্যে নতুন তরঙ্গের প্রকাশ দেখা যায়। একদিকে যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যের আত্তিকরণ ও প্রত্যাখ্যান, পাশাপাশি নতুন সৃজনের স্পৃহা নিয়ে বাংলা সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন শুরু হয়েছিল। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে তারুণ্যের উচ্চকিত স্বর শোনা গিয়েছিল *কল্লোল* (১৯২৩), *কালিকলম* (১৯২৬), *প্রগতি* (১৯২৭), *সংহতি* (১৯২৪), *উত্তরা* (১৯২৫), *বিচিত্রা* (১৯২৭) প্রভৃতি পত্রিকায় এবং আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে *পরিচয়* পত্রিকা (১৯৩১)। বিরোধ সৃষ্টিতে ইন্ধন যুগিয়েছিল *শনিবারের চিঠি* (১৯২৮)। তৎকালীন বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় মধ্যবিত্তের পারিপার্শ্বিকতা ও চিন্তাকাঠামোয় নতুন উপাদান সংযুক্ত হয়েছিল। প্রখ্যাত বামপন্থী সাহিত্যিক চিন্মোহন সেহানবীশ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "প্রগতি লেখকদের আন্দোলনের পৃষ্ঠপটটি স্পষ্টতই রাজনৈতিক।...ঐ আদি পর্বে সাহিত্যকর্মের জটিলতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির চাইতেও তখন স্বাভাবিক ছিল বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের ও সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সাহিত্যিক প্রগতির সাযুজ্যের অসঙ্কোচ স্বীকৃতি"। সমসাময়িক সাহিত্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-হতাশা-দিশাহীনতার পাশাপাশি নতুনকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। 'আধুনিকতা', 'প্রগতি', 'নতুনত্ব', 'অতি আধুনিকতা' ইত্যাদির সংজ্ঞাকে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এর সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিল 'সাহিত্যধর্মে সীমানা' নির্ধারণের প্রক্রিয়া।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের মনোবিকলনের উৎস খুঁজতে গিয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিকদের অনেকেই এইসময় ফ্রয়েড, ইয়ুং বা অ্যালফ্রেড অ্যাডলারের প্রতি আগ্রহী

হয়ে ওঠেন। যৌন লালসা – 'লিবিডো'-র উদ্গমনই যে সমস্ত মানসিক প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস সে বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল। অন্যদিকে ছিল গোর্কি বা হ্যামসুনের মতো 'রিয়েলিস্ট' বা 'স্যোসালিস্ট-রিয়েলিস্ট'-দের প্রভাব। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ধারাবাহিকভাবে অনুবাদ করলেন ন্যুট হ্যামসুনের *প্যান* (*মীনকেতন*)। বাস্তব জীবন ও তার মৌল সংঘর্ষ তাঁদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রুশ বিপ্লবের সফলতায় 'প্রোলেতারিয়েত' সমাজ ও নতুন মানুষের অভ্যুদয়ের প্রতিশ্রুতি। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র থেকে *কল্লোল* পত্রিকাতেও বলশেভিক বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন লেখাপত্রে তাঁরা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মার্ক্সিয় নন্দনতত্ত্ব প্রয়োগ করতে শুরু করেন। নতুন সত্তা নির্মাণের বিবিধ প্রক্রিয়ার সূচনা অবশ্য কল্লোল পর্বে প্রথম ঘটেনি। ভারতী পত্রিকার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের যৌন-মনস্তাত্ত্বিক রচনা, অথবা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ্চাত্য ভাবধারায় সামাজিক বাস্তবতার চিত্রণে পরিবর্তনের স্বীকৃতি ছিলই। তবে এই পর্বে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও যৌনতা নিয়ে আলোড়ন তীব্র হয়েছিল। আলোচিত সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, গোকুল নাগ, মোহিতলাল মজুমদার, দীনেশরঞ্জন দাশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ।

সেই সময়ে অসংখ্য মেয়ে লেখালিখির জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেরই বই বিক্রির সংখ্যা ছিল বিপুল। বহু সংস্করণ প্রকাশিত হত। আজকের দিনে যাকে 'বেষ্ট সেলার' বলে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বা অনুরূপা দেবীর বইগুলি ছিল সেই পদবাচ্য। গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন রাধারানী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, নিরুপমা দেবী, শান্তিসুধা ঘোষ, সরসীবালা বসু প্রমুখ। পুরুষ লেখকদের প্রাধান্য দিয়ে

প্রথম দিকের কয়েকটি অধ্যায় আলোচনা করে শেষে একটি অধ্যায়ে মেয়েদের লেখালিখি সম্পর্কিত আলোচনা করে সমতা বিধানের পক্ষপাতী আমি নই। সমগুরুত্বে বিবেচনা করতে চাই নারী ও পুরুষ উভয়ের রচনা। তবে একটি বিষয় স্মরণে না রাখলে বাস্তবের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে না। তা হল, নারী ও পুরুষের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থানের পার্থক্য। বেশিরভাগ সময়েই নারীকে পুরুষের তুলনায় অধিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এবং তাদের উপরে চেপে থাকে সামাজিক শর্ত ও যুগ যুগ ধরে শর্তাধীন (social condition and conditioning) হয়ে থাকার চাপ ও অভ্যাস। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশদে এই বিষয়ে আলোচনা হবে। আলোচনার প্রারম্ভে অন্তত এটুকু বলা যায় যে, সাহিত্যে নিশ্চিতভাবেই তাঁরা নতুনত্ব এনেছিলেন। ‘এই প্রথম সর্বহারা, নিম্নবর্গীয়, নিম্ন মধ্যবিত্ত তথা নানান ধরণের প্রান্তিক নারী ও পুরুষ’-এর আবির্ভাব হয়েছিল।

আমার উদ্দিষ্ট অংশের মানুষজন সমাজের একটি ক্ষুদ্র বর্গের প্রতিনিধি। শিক্ষিত বাঙালি (উহ্যভাবে হিন্দু) মধ্যবিত্ত হল এমন একটি বর্গ যারা সচেতনভাবে ইওরোপিয় আলোকায়নের সর্বজনীনতাবাদী ধারণাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আমি বর্তমানে যে এই বর্গটির (বিশেষত কলকাতাবাসী বা কেন্দ্রিক) মধ্যেই আমার গবেষণা সীমাবদ্ধ রেখেছি তার কারণ মূলত দুটি। প্রথমত, আমার গবেষণার মূল কেন্দ্র হল সাহিত্য। যার চর্চাকারী (লেখক বা পাঠক) সমাজের একটি সীমিত অংশ। বিশ শতকের একেবারে শুরুর দিকের বাংলায়, বিশেষ কোনো গবেষণা ছাড়াই বলা যায়, তারা হলেন শহুরে উচ্চবর্ণ হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। সেই শ্রেণিরও আণুবীক্ষণিক একটি অংশ এবং মূলত পুরুষ বৌদ্ধিক ও শিল্পচর্চায় অগ্রণী, স্বাভাবিকভাবেই নারী সেখানে অত্যন্ত প্রান্তিক। কারণ বিদ্যাচর্চার অধিকারের জন্যই তাকে লড়তে হয়। দ্বিতীয়ত, উপরোক্ত

অংশই মূলত আহৃত ধারণাগুলির সঙ্গে কথোপকথনে গিয়েছিলেন বা সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন নিজ নিজ শর্ত অনুযায়ী। তাই আমি আমার ইতিহাসগত উপাদান সংগ্রহ করবো এই বর্গের মধ্যে থেকেই। মধ্যবিত্ত বাঙালিকে একটি বর্গ হিসাবে তুলে ধরার কারণ প্রধানত প্রণালীবিদ্যাগত (methodological)। এবং অবশ্যই কলকাতা ও তার বৌদ্ধিক সমাজ সম্পর্কে আমার জানাবোঝা অন্য কোনো স্থান ও ভাষার সমাজের থেকে গভীর। যেভাবে দীপেশ বলেছেন, '...it is only Bengali – and in a very particular kind of Bengali – that I operate with an everyday sense of historical depth and diversity a language contains'। তাই এই ভাষার উপমা রূপক অলঙ্কারের মধ্যেই আমি খুঁজতে চেয়েছি যাবতীয় পক্ষপাতের জলছাপ ও চ্যুতিরেখাগুলি। আর সেই কারণেই আমার সন্দর্ভটিও বাংলায় লিখতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেছি। বাংলা ও বাঙালিকে ব্যতিক্রমী বা প্রতিনিধিত্বমূলক হিসাবে পেশ করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই এবং সেই বিতর্কে ঢোকার পরিসরও এখানে নেই।

এই আধুনিকতার স্বরূপ স্বম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু – উচ্চারণ অনুচ্চারণ সচেতনতা এবং অসচেতনতায়। আমরা জানি যে কিভাবে আপাত নিরপেক্ষ ধারণাগুলি আধিপত্যময় সংখ্যাগরিষ্ঠের বাচনকেই আয়ত্ত বা অনুকরণ করে। মুসলিম সমাজ ও তার শিক্ষিত বৌদ্ধিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্পর্কে গভীরে আলোচনা সম্ভব হয়নি, তার প্রধান কারণ তথ্যের অপ্রতুলতা এবং যতটুকু যা আছে তা সংগ্রহজনীত প্রভূত সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতি সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাসচর্চা সবকিছুই মুসলমান সমাজকে তথাকথিত অপর হিসাবে বিবেচনা করেছে। তাই দীপেশের কথা ধার করে বলতে হয়, আমি হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির ঐতিহাসিক পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত, 'which this book (here thesis) cannot but reproduce'। এই প্রসঙ্গে শ্রী

চক্রবর্তী জে.এইচ. ব্রুমফিল্ডকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, একশো বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে হিন্দু উপাখ্যানগুলিতে বাংলার মুসলমানরা উপস্থাপিত হয়েছেন "বিস্মৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ" হিসাবে। ভারতীয় বাঙালি ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদ সজোরে স্বাভাবিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে হিন্দুদের। তাই বাঙালি আধুনিকতার আখ্যান আর হিন্দুর কাহিনি অঘোষিতভাবে সমার্থক হয়ে পড়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

আমার সন্দর্ভটি ভূমিকা এবং উপসংহার ছাড়া চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত — **ভূমিকা:** পরিবর্তনের রূপকল্প এবং অতিকথা, **প্রথম অধ্যায়:** 'নবত্ব-এর ধারণা ও লিঙ্গসম্পর্ক, **দ্বিতীয় অধ্যায়:** আধুনিকতা, আধুনিকতাবাদ: সাহিত্যে লিঙ্গায়ণের স্বরূপ, **তৃতীয় অধ্যায়:** সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব এবং প্রগতিবাদ: একটি নারীবাদী পাঠ, **চতুর্থ অধ্যায়:** জনপ্রিয়তা: একটি লিঙ্গসচেতন অবিনির্মাণ এবং **উপসংহার:** একটি আরম্ভের সূচনা।

- **প্রথম অধ্যায়: নবত্বের ধারণা ও লিঙ্গসম্পর্ক**

বিশের দশকে বর্তমানকে পরিবর্তনের দায়িত্ব, আধুনিকতাকে নিজস্ব প্রয়োজন ও ভঙ্গিমায় সংজ্ঞায়িত ও মূর্ত করার প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে আত্মপরিচয়ের ক্ষুধা নতুন মাত্রা পেয়েছিল বলা যায়। '১৯২০-র দশক থেকে বাংলার আত্মপরিচয় বা সত্তার নবতম ব্যাখ্যার সূচনা হয়েছিল। এই ধারা "নবজাগরণ" ও তার চূড়ান্ত পরিণতির সময় থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কালের থেকে পৃথক করে বিশশতকীয় বাংলাকে'। যদিও ঐতিহাসিক রজতকান্ত রায় মনে করেন, উনবিংশ শতকের শেষ থেকেই বিভিন্ন লেখকদের রচনায় 'নব যুগ', 'নব ভাগ', নব্য বঙ্গ' ইত্যাদি শব্দ

প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন সময়ের চিত্রায়ণ শুরু হয়েছিল। বিনয় সরকার 'বঙ্গ বিপ্লব' বলে একটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করছেন। যার সময়সীমা ১৯০৫-১৯১১। কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার কথা মাথায় রেখে তাকে ১৯৪২ অবধি টানছেন। ১৯০৫ থেকে ১৯০৬ এর মধ্যে 'বাঙালি জাতি' চারটি পারিভাষিক শব্দের প্রচলন করেছিল যার স্থানিক ও কালিক প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত বলে ডঃ সরকার মনে করেন – 'বয়কট, স্বদেশী, স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা। সমস্ত পৃথিবীর সংস্কৃতি এই নয়া নয়া শব্দের সম্পদের নবীনীকৃত হচ্ছিল'। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবত্ব, নতুন সাহিত্য প্রসঙ্গে বিতর্কের কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে প্রগতি লেখক সংঘের সময়কাল ছাড়িয়ে এই বিতর্ক বারবার মাথাচাড়া দিয়েছে। তৎকালীন ও পরবর্তী সময়ের সাহিত্যের ইতিহাসবিদরাও এই সময়কালকে নতুনযুগ বা নব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। ঠিক কোন সময়ে এই নবত্বের সূচনা সেই বিতর্কের নিষ্পত্তি আমার উদ্দেশ্য নয়। আগেও উল্লেখ করেছি জনমানসে এবং আলোচনার পরিধিতে উক্ত সময়কাল সম্পর্কে নবত্ব বা পরিবর্তনের ধারণা ভালমতোই ছিল এবং এখনও আছে। 'কল্লোলের' সাধনাই ছিল নবীনতার, অনন্যতার সাধনা। 'যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে, এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি'। 'আধুনিক মানেই প্রগতিপন্থী। প্রগতি মানেই প্রচলিত মতানুগত না হওয়া'।

এই নবত্বের ধারণাটির সঙ্গেই আমি বোঝাপড়া করতে চাইছি প্রথম অধ্যায়ে। কারণ, মূল উদ্দেশ্য অংশে আগেই উল্লেখ করেছি, এই আলোচিত সাহিত্যে 'পরিবর্তন', 'ছেদ', 'বিদারন' বা 'ভাঙন'-এর রূপক, অলঙ্কার, অভিব্যক্তিগুলির মধ্যেই আমি লিঙ্গ-সম্পর্ক এবং যৌনতার প্রশ্নকে অনুসন্ধান করব। তাই প্রথমে 'পরিবর্তন' বা নতুনত্ব'-র ধারণাকেই সমস্যায়িত করতে চাই। রিটা ফেলস্কি দেখিয়েছেন, আধুনিকতার চিহ্নগুলির

মধ্যে অন্যতম হল নতুনত্ব বা নবত্বের ধারণা, উদ্ভাবন এবং ভবিষ্যতের ধারণা। ‘পুরাতনের শেষ’ এই ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে নতুন সূচনার বোধ। প্রায়শই অবক্ষয় এবং অধঃপতনের ধারণা সহাবস্থান করে ভবিষ্যৎ ও উজ্জ্বল নবপ্রভাতের উদিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। বর্তমানের খিন্ন ক্লিষ্ট দীনতা থেকে যেনবা মুক্তি দিতে পারে একমাত্র সামনের না দেখা ভবিষ্যৎ। ‘বর্তমান’ এখানে যেন অতীতে পরিণত, ইতিমধ্যেই যাকে ত্যাগ করে, পিছনে ফেলে আসা হয়েছে। এবং ভবিষ্যতের অভিমুখে যাত্রার এই গতি একরৈখিক, সর্বদা সামনের দিকে। তাই আধুনিকতার মধ্যেই নিহিত থাকে যুগান্তরের ধারণা। একটি যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে নতুন যুগের সুত্রপাত। এই কল্পিত ভবিষ্যতে নারীত্ব কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, আইনি, সাংস্কৃতিক পরিসরে নারীর পরিবর্তিত অবস্থান অনেক মহিলাকেই অনুপ্রাণিত করেছিল এই ধারণা তৈরি করতে যে, সবকিছুর পরে নারীই আধুনিক জীবনের পরিবর্তনশীলতা এবং নবত্বের মেজাজ ও উদ্দীপনাকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করতে পারে। আধুনিকতা এমন একটি যুগ যেখানে আধুনিক হয়ে ওঠা হল একটি মান (value)। বলা ভালো, আধুনিকতা হয়ে ওঠে এমন একটি মৌলিক মান, যার নিরিখে অন্যান্য মানগুলির মূল্যায়ণ করা হয়। অর্থাৎ আধুনিকতা যতটা না একটি বস্তুগত আকার, তার থেকে অনেক বেশি স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর অবস্থা যেখানে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়া হয় নবত্বের প্রবর্তনকে। এবং ‘পুরানোপন্থী’, ‘সেকেলে’ ইত্যাদি শব্দের জুড়ে যায় অবজ্ঞাসূচক মনোভাব। আধুনিক হয়ে ওঠার অর্থ যেন একটি দ্বিরুক্তি। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দে বারবার নিজেকে বিশ্লেষণ করা, নতুনের অত্যাবশ্যকীয় মূল্যকে স্বীকার করে নিয়ে বিশেষ মূহুর্ত বা কালপর্বকে প্রকাশিত এবং মঞ্চস্থ করার বাসনা।

এই অধ্যায়ে আমি সাহিত্যে পরিবর্তন, ভাঙন এবং নবত্বের ধারণা নিয়ে আলোচনা করব। কলকাতার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি চালচিত্র হিসাবে ঘুরে ফিরে আসবে। রবীন্দ্র-নরেশচন্দ্র বিতর্ক থেকে কল্লোল যুগ থেকে প্রগতি লেখক সংঘ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে আলোচনা। বোঝার চেষ্টা করব পরিবর্তনের ধারণাটি স্বয়ং লিঙ্গায়িত হয়ে উঠতে পারে কিনা।

- **দ্বিতীয় অধ্যায়: আধুনিকতা, আধুনিকতাবাদ : সাহিত্যে লিঙ্গায়ণ**

উপনিবেশিক ছায়ায় উচ্চশিক্ষিত, অথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত, শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি মনন ও সংবেদনকে বোঝার জন্য আধুনিকতা এবং আধুনিকতাবাদ সংক্রান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিশ শতকের শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদ-আধুনিকতা সম্পর্কে নাগরিক জীবনে একটি চর্চার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছিল। ভারতের সমাজ ও রাজনীতি ছিল জটিলতা ও স্ববিরোধে ভরপুর। দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *প্রভিনশিয়ালাইজিং ইওরোপ: পোষ্টকোলোনিয়াল থট আন্ড হিস্টরিক্যল ডিফারেন্স* গ্রন্থের শুরুতেই কতকগুলি ধারণার উল্লেখ করেছেন, যথা – নাগরিকত্ব, রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ, জনপরিসর, মানবিক অধিকার সমূহ, আইনের সমানাধিকার, অন্দর-বাহিরের পার্থক্য, প্রজা/বিষয়ীর ধারণা, গনতন্ত্র, জনপ্রিয় সর্বভৌমত্ব, সামাজিক ন্যায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ইত্যাদি। তাঁর মতে এই সবকটি ধারণার উপরেই পড়েছিল ইওরোপিয় ধ্যান ধারণা ও ইতিহাসের গভীর চাপ। এগুলি সহ আরও কয়েকটি ধারণা চরম পরিণতি পেয়েছিল ইওরোপিয় আলোকায়ন এবং উনবিংশ শতকের যাত্রাপথে। তাই এই সবকিছুর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে কারোর পক্ষে রাজনৈতিক আধুনিকতার কথা ভাবাও সম্ভব নয়। আর ইওরোপিয় ঔপনিবেশিক প্রভূরা উনবিংশ শতক জুড়ে তাদের উপনিবেশগুলিতে একাধারে আলোকায়িত মানবতাবাদ প্রচার করেছে আর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাকে অস্বীকার করেছে। এই বিষয়টি উল্লেখ করলাম তার কারণ বিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা এবং তার সাহিত্য-মনন-চিন্তন-আবেগ উক্ত ধারণা ও ধারণার নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি হল, প্রথম এশিয় সামাজিক গোষ্ঠী যাদের মানসিক জগত রূপান্তরিত হয়েছিল পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাদের কথোপকথনের

মধ্যে দিয়ে। 'কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাব নির্ণয় একান্ত দুরূহ ও অনিশ্চিত ব্যপার'। তবুও বলা যায়, বাস্তব পরিস্থিতি এবং তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ বিদেশি তত্ত্ব ও সাহিত্য থেকে চিন্তার উপাদান সাহিত্যিকরা সংগ্রহ করেছিলেন। যুদ্ধের পটভূমিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বৈত সত্তা সম্পর্কেও সচেতনতা এসেছিল।

এই প্রেক্ষাপটে আধুনিকতা নামক বর্গ বা ধারনাটিকেও আমি সমস্যায়িত (problematize) করে দেখতে চাইব সেই ধারণাটির নির্মাণের ভেতরেও থেকে গেছে কিনা নির্ধারণবাদী (deterministic) মনোভাব। রিটা ফেলস্কির কথা আগেই বলেছি, যিনি আধুনিকতার লিঙ্গ সন্ধানের প্রয়াস নিয়েছেন। তাঁরই মতে, আধুনিকতার কোনও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই। বরং তা স্ববিরোধে পরিপূর্ণ। আত্ম-সচেতন বিষয়ী, সন্নিধি (juxtaposition), মন্তাজ, স্ববিরোধ, বিরোধাভাস, অনিশ্চয়তা এবং বিষয়ীর অমানবিকীকরণ ইত্যাদি সবই আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। একাধারে রূপান্তরপ্রাপ্তি (transmutation) এবং ধারাবাহিকতা (continuity), দুইয়েরই অবস্থান আধুনিকতার ভিতরে। আধুনিকতার বৈচিত্রময় পরিসরে আছে – প্রাত্যহিক ও নগর জীবন, ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ, সামগ্রিকতা ও ইতিহাসবাদ এবং ইতিহাসবাদের বাইরে নারীর অবস্থান, আধুনিক জীবনের খন্ডতা, আধুনিকতাবাদের নতুন স্থান-কাল ও কালীনতার ধারণা এবং সময়হীনতায় নারীর উপস্থাপন, লিঙ্গ-রাজনীতি ও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া, মুদ্রণ ও প্রকাশনার প্রভাব, পুরুষের উপর পুরুষত্ব প্রমাণের দায়িত্ব, নারী ও নাবালকের উপর সাহিত্যের কুপ্রভাব নিয়ে আলোচনা, বাস্তববাদ, এবং সামাজিক বাস্তববাদ ইত্যাদি নানা কিছু। উনিশ শতক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতিবাদ ক্রমশ জায়গা করে নিতে থাকে। এবং শিল্পের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ও মূল্যবোধের জায়গায় কিছু পরিবর্তন ঘটে, অন্য একটি বিশ্বাস স্থান গ্রহণ করে। যেখানে কলঙ্কময় সামাজিক বাস্তবতার যাবতীয় তথ্য নথিভূক্ত করার একটা প্রবণতা দেখা যায়।

রিটা দেখিয়েছেন মার্শাল বারম্যান আধুনিকতার সমালোচনা করলেও তাঁর আধুনিকতা চিহ্নিত হয় গতিময় সক্রিয়তা, উন্নতি, এবং সীমাহীন অগ্রগতির প্রতি আকাঙ্ক্ষার দ্বারা। নব্য স্বশাসিত বুর্জোয়া বিষয়ী সংযুক্ত থাকে শিল্প উৎপাদন, যুক্তিবাদ এবং প্রকৃতির উপর আধিপত্যের ক্রমান্বয়ে গতিবৃদ্ধির সঙ্গে। তার বিপ্রতীপে আছে অপর এক আধুনিক ব্যক্তিমানুষ যে একইসঙ্গে অনেকটাই অ-সক্রিয় এবং আরও অনেক বেশি অনিশ্চিত। আধুনিকতার নারীবাদী সমালোচনায় তাই তিনি **আ**ধুনিক বিষয়ী হিসাবে অ-সক্রিয়, অনিশ্চিত, তথাকথিক অ-প্রকাশ্য নারী সত্ত্বার উন্মেষের কথা বলেছেন। বলেছেন নারীবাদী ও উন্মাদিনীর আধুনিক বিষয়ী হিসাবে উত্থানের কথা। তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে মেয়েদের লেখায় আধুনিক উপাদান, নারীর আন্তঃসম্পর্কের বহুস্বর, নারীর যাপন/ দৈনন্দিনতা, আধিপত্য-স্থায়ীত্ব-শৃঙ্খলার বিপ্রতীপে অবস্থান এবং লিঙ্গকেন্দ্রিকতার বিরোধিতা।

- **তৃতীয় অধ্যায়: মনস্তত্ত্ব এবং প্রগতিবাদ: একটি নারীবাদী পাঠ**

বিশের দশকের সাহিত্যের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল দেহজ কামনা, যৌনচেতনা এবং প্রকট যৌনতার প্রকাশ। পাশ্চাত্যের প্রভাবেই এই যৌনতার প্রতি আগ্রহের জন্ম কিনা সেই বিষয়ে বিতর্ক আজও চলেছে। সদ্য তারুণ্যে পা দেওয়া দুই সাহিত্যিকে তাদের প্রথম লেখার জন্য অশ্লীলতার অভিযোগেও অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। অচিন্ত্য সেনুগুপ্তের *বিবাহের চেয়ে বড়* এবং বুদ্ধদেব বসুর *রজনী হল উতলা*। পরিবর্তনের সন্দর্ভে মনস্তত্ত্ব এবং যৌনতা বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছিল একথা বলাই বাহুল্য। একদিকে ছিল সমাজে প্রতিষ্ঠিত মান্য নৈতিকতার ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই প্রেক্ষিতে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আলোচ্য কালপর্বের কিছু বছর আগেও

নরনারীর প্রাক-বিবাহ বা বিবাহ বহির্ভূত প্রেম ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। ছেলেমেয়ের মেলামেশার সুযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে। তাই প্রেমের প্রকাশের পটভূমি হিসাবে প্রায়শই সাহিত্যে বৈষ্ণবচর্চা ও চর্যার অনুষঙ্গের প্রয়োজন পড়ত। অধিকাংশ কাহিনির পরিণতিই হত প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই বিয়োগান্তক। ১৯২০-র দশক থেকেই দেখা যায় রোম্যান্সের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ধর্মীয় জীবনচর্চাকে ব্যবহারের এই ধারার বাইরে গিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে দেখতে চেয়েছেন অনেকেই। ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *প্রেমের কথা*, ১৯২০ সালে প্রকাশিত, নামক গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে, ললিত কুমার লিখেছিলেন উপন্যাসে প্রেমের প্রকাশ হল একটি নতুন ঘটনা। এটি এমন একটি অভিজ্ঞতা যা পূর্বে কোনোদিন সাহিত্যে নথিভূক্ত হয়নি বা কবিতায় বিশ্লেষিত হয়নি।

পুরাতন যৌন-নৈতিকতার সঙ্গে তীব্র পার্থক্য সূচীত হয়েছিল এই সময়। পার্থক্যের মূল কারণ হল নারীর নিবিড় সত্য অন্বেষণ। রজতকান্ত রায় মনে করেন পিতৃতন্ত্র তার ভিত্তি পরিবর্তন করেছিল। রায় তাঁর গ্রন্থে নারীবাদী ও উত্তর আধুনিক তত্ত্ব ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার কথা নিজেই জানিয়েছেন। আমি নারীবাদী প্রকরণ ব্যবহার করেই খতিয়ে দেখতে চাই, বিষমলঙ্গের আদর্শস্থাপনকারী বয়ান ও নৈতিক মানদণ্ডের কোনও পরিবর্তন আদৌ ঘটেছিল কিনা। কারণ কেবলমাত্র যৌনতার প্রকাশ ঘটার মাধ্যমেই কোনও পাঠ (text) লিঙ্গ-সংবেদী হয়ে ওঠে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথাকথিত বিপথগামী স্বেচ্ছাচারী নারীর কর্তৃত্ব, প্রতিনিধিত্ব এমনকি তার আত্মসচেতনতাকেই অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে তাকে বিশেষভাবে আদর্শায়িত করে পুরুষ লেখক তার আরাধনা করে থাকে। নারীর যৌনতা এবং মনস্তত্ত্বকে বোঝার চেষ্টার

মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে অপরিহার্যতাবাদী (essentialist) দৃষ্টিকোণ। স্বভাবতই আলোচনায় আসবে পাশ্চাত্যের প্রভাব এবং বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ধারাবাহিকতার প্রশ্নটিও।

আলোচ্য সময়ের সাহিত্যে আরও একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্যভাবে উঠে এসেছে – বস্তুনিষ্ঠা বা রিয়েলিজমের দিকে ঝোঁক এবং প্রগতির ধারণা। *ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী, বঙ্গবাণী* প্রভৃতি পত্রিকায় 'বাস্তব' প্রবণতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল তাকে আরও তীক্ষ্ণ, তীব্র করে তুলেছিলেন 'কল্লোলগোষ্ঠী'। যৌনমনস্তত্ত্বের অসঙ্কোচ রূপায়ণ, নিম্নবিত্তের দৈনন্দিন আখ্যান উঠে এল তাঁদের লেখায়। যথারীতি সাহিত্যমহলে যুগপৎ তার প্রশংসা ও নিন্দা শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ঝোঁকের নাম দিয়েছিলেন 'রিয়েলিটি কারি পাউডার'। রুশ বিপ্লবের সময় থেকে রুশ সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ আরও বাড়তে শুরু করেছিল। উনিশ শতকের আর বিশ শতকের গোড়ার রাশিয়ার সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং আত্মকেন্দ্রিক হতাশ ব্যর্থ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নিজেদের মিল পেয়েছিলেন অনেকেই। লোকায়ত জীবনের তুচ্ছ নগ্ন যন্ত্রণাবিদ্ধ ছবি এক দুর্নিবার আকর্ষণের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। আবার অন্যদিকে ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে বুদ্ধিজীবী বাঙালির পরিচয় ছিলই। ক্রমশ ফরাসী বাস্তববাদ ও প্রকৃতিবাদের (Naturalism) আগ্রহের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশের দশকের তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে। ফ্লবের এবং জোলার প্রভাবের কথা বিভিন্ন সাহিত্য সমালোচক উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও স্ক্যান্ডিনেভিয় নুট হ্যামসুন এবং জোহান বোয়ারের বিশেষ প্রভাব ছিল কল্লোল গোষ্ঠির উপর। তিরিশের দশক থেকে বাস্তবাদের পাশাপাশি সমাজবাস্তবতা এবং প্রগতির ধারণাও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল সাহিত্যিকদের। বিশের দশকের নানা বিভেদ ভুলে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতায় গড়ে উঠেছিল *নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ,* ১৯৩৬ সালে। তার ইশতেহারে ঘোষনা করা হয়েছিল ভারতীয় সমাজ আজ আমূল পরিবর্তনের

মুখোমুখি, তাই লেখক শিল্পীদের একমাত্র কর্তব্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর যাবতীয় জোর দিয়ে প্রগতিবাদী সাহিত্যের ধারাকে বেগবান করা।

আমি এই অধ্যায়ে প্রগতির ধারণাকে সমস্যায়িত করব। উপরোক্ত ধারণাগুলির মতই নারীবাদী প্রকরণের হস্তক্ষেপের ফলে প্রগতিবাদের মধ্যেও এমন কিছু মাত্রা উঠে আসতে পারে যা লিঙ্গকেন্দ্রিকতাকে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, যে সমস্ত শব্দ ও পরিভাষা আগে মূল্য-নিরপেক্ষ ছিল— আবেগপ্রবণ, অতিনাটকীয়, কল্পনাপ্রবণ বা রোম্যান্টিক, বাস্তববাদের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির গায়ে নঞর্থক জাত্যর্থ যুক্ত হয়ে পড়ল। তার ফলে শব্দগুলি হঠাৎ করেই হয়ে পড়ল মেয়েলি, পুরানোপন্থী। মনে করা হতে থাকল এই বিশেষ শব্দ বা তার ভাবগুলি বাস্তবকে উপস্থাপিত করতে অপারগ। এই জাতীয় শব্দ প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে যেন বা তৈরি হয় এক রম্য ভ্রম এবং প্রকাশিত হয় ভাবের অতিশয়োক্তি বা জ্বালা যন্ত্রণাময় বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়। এমতাবস্থায় সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর পদচারণা শুরু হলে, নারীত্বের সঙ্গে সংযুক্ত সৌন্দর্যবোধকে আরও কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। রিটা বলছেন, অনুভূতি (Sentiment) আর আবেগপ্রবণতা (emotiveness)-কে নামিয়ে আনা হল 'ভাবালুতা' (sentimentality)-র স্তরে।

প্রগতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে বিবর্তনবাদী ধারণাও। প্রগতি ও বিবর্তনের দুটি ধারণাই *আধুনিক*-কে ঐতিহাসিক কালপর্ব এবং মাননির্ণায়ক প্রকল্প হিসাবে বিবেচনা করেছে। সেই কারণেই অধুনা বহু নারীবাদী এই সমস্ত ধারণা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান এবং তারা মনে করেন এই জাতীয় ধারণাগুলি মূলগতভাবেই পুরুষ-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আধুনিকতার পরম্পরা বহন করে। আধুনিক নারীবাদী প্রেক্ষিত থেকে আমি প্রগতিবাদকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি।

- **চতুর্থ অধ্যায়: জনপ্রিয়তা: একটি লিঙ্গসচেতন অবিনির্মাণ**

জনপ্রিয়তাকে একটি বিষয় হিসাবে গ্রাহ্যতা দিয়ে পৃথক অধ্যায় হিসাবে রাখার পিছনে স্বভাবতই বিশেষ কারণ আছে। আমি দেখতে চাইবো জনপ্রিয় এবং বহুল বিক্রিত কাহিনি সম্পর্কে যে মনোভাব সেটি নির্মাণের রাজনীতি এবং সমালোচকদের (বিশেষত নিজেদের যারা রাজনৈতিকভাবে সচেতন বলে দাবি করেন) আন্তর্সম্পর্কের সংগঠন (economy) কিভাবে কাজ করে। বাণিজ্যিক ভাবে দারুণ সফল সাহিত্যকে সাংস্কৃতিক চর্চা (cultural studies) প্রায় সবসময়ই বিশ্লেষণের বাইরে রেখেছে, এমনকি তাকে সমালোচনাযোগ্য বলেও বিবেচনা করা হয়নি। কেবলমাত্র পাশ্চাত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে এই জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের মনোভাব। সাংস্কৃতিক চর্চা বা তাত্ত্বিক গবেষণায় এখনও বাংলা সাহিত্যের যথাযোগ্য বিশ্লেষণ তো হয়নি বটেই, জনপ্রিয় মহিলা সাহিত্যিকদের বেশিরভাগ রচনা সঠিকভাবে সংরক্ষিতও নয়। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় বহুল বিক্রিত এবং অতি-জনপ্রিয় সাহিত্যে কিছু নঞর্থক তকমা এঁটে দেওয়া হয় – 'অশ্লীল', 'ভাবপ্রবণ', 'উত্তেজক' ইত্যাদি। সেই কারণেই এই জাতীয় সাহিত্যের পুনর্পাঠ জরুরি যাতে বিকল্প বা বিরোধী-পাঠের প্রস্তাবনা করা যায়। এই বিরোধী-পাঠের মধ্য দিয়ে হয়ত কাল্পনিক, খামখেয়ালি, সুখপ্রদ, কার্নিভালেস্ক অতিরেকের মধ্যে বিধ্বংসী ক্ষমতাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। রিটা ফেলস্কি মনে করেন, এই ধরণের রচনায় নারীসুলভ এবং জনপ্রিয় মিলেমিশে তৈরী করে একটি যমজ-প্রতিপক্ষ যা বিরুদ্ধতা করে পিতৃতান্ত্রিক নিষেধ, নিয়ন্ত্রণ, সংবরণ এবং আইনের সামগ্রিক যুক্তিকে। সাধারণত দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দুটি শিবির থেকেই জনপ্রিয় সাহিত্যকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করা হত। সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মানদন্ডের অবক্ষয়ের অভিযোগ তুলতেন রক্ষণশীলরা, অন্যদিকে বামপন্থীদের

সমালোচনার কারণ ছিল এই জাতীয় সাহিত্যগুলি প্রতিক্রিয়াশীল কারণ সেগুলি প্রাধান্যকারী বুর্জোয়া মতাদর্শ দ্বারা চালিত।

রিটা ফেলস্কি একজন সর্বাধিক বিক্রিত লেখিকা সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর রচনাগুলি ছিল রমন্যাস, ধার্মিকতা এবং অদ্ভুতত্বের (exoticism) যথাযথ মিশেল, যা শ্রেণি সীমানা ছাড়িয়ে বিপুল সংখ্যক তৎকালীন জনতার বাসনাকে ছুঁতে পারত। তাঁর যত বেশি বই বিকোতো ততই যেন তিনি সাহিত্যিক সংঘের কাছে নিন্দার্হ হয়ে উঠতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা ও তার বহুল বিক্রি সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করেছিলেন। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লিঙ্গের ভূমিকা চলে আসছে সামনে। বিশেষত সাংস্কৃতিক রুচির প্রশ্নে, শিল্পের মানদণ্ডে মহিলাদের লেখাকে মর্যাদাহানিকর হিসাবে দেখিয়ে গালাগালি করার প্রবণতা স্থান-কাল ভেদে চলেছে এবং আজও চলছে। রিটা মহিলা রচিত জনপ্রিয় কাহিনিগুলির চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন– পলায়নবাদী, কল্পনাশ্রয়ী, গীতিনাটক বা অতিনাটকীয় এবং ভাবালুতাপূর্ণ। এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিশেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে এই আঙ্গিক প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে পারে। তার সঙ্গে সমস্যার দিক গুলিও তুলে ধরেছেন। আমি অন্তিম অধ্যায়ে রিটার এই প্রণালীবিদ্যার অনুসরণ করার পক্ষপাতী।

এই অধ্যায়গুলি ছাড়াও গবেষণা-সন্দর্ভটিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে একটি ভূমিকা ও উপসংহার।

গ্রন্থ তালিকা

বাংলা প্রাথমিক ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আইয়ুব, আবু সয়ীদ। *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: ভারবি, এপ্রিল ১৯৫৩।

আতর্থী, প্রেমাঙ্কুর। *মহাস্থবির জাতক: প্রথম পর্ব*। কলকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, বৈশাখ ১৩৫৬।

আতর্থী, প্রেমাঙ্কুর। *মহাস্থবির জাতক: দ্বিতীয় পর্ব*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা: লি:, ১৯৪৭।

ইসলাম, কাজি নজরুল। *ভাঙার গান*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ, ১৯৪৯।

___, *সঞ্চিতা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, মাঘ, ১৩৭৯।

ঈগলটন, টেরী। *মার্কসবাদ ও সাহিত্য* সমালোচনা। নিরঞ্জন গোস্বামী দ্বারা অনূদিত। কলকাতা: দীপায়ন, অক্টোবর, ২০০১।

কর, প্রদ্যোৎ। *বিস্মৃত লেখক*। কলকাতা: নব সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: গ্রন্থ-নিলয়, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৫৮।

গুপ্ত, জগদীশচন্দ্র। *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী: প্রথম খণ্ড*, সম্পাদনা নিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং সহ সম্পাদনা শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রা: লি: এপ্রিল, ১৯৭৮।

___, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড*, সম্পাদনা নিরঞ্জন চক্রবর্তী। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রা: লি: শ্রাবণ, ১৩৬৫।

___, *জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

___, *জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, প্রকাশ সাল নেই।

গুপ্ত, মেঘনাদ। *রাতের কলকাতা*। কলকাতা: ঊর্বী প্রকশন, জানুয়ারি ২০১৫।

গুহ, রণজিৎ। *কবির নাম ও সর্বনাম*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি, ২০০৯।

___, *তিন আমির কথা*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি, ২০১১।

___, *দয়া: রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি, ২০১১।

___, *প্রেম না প্রতারণা*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০১৩।

গোস্বামী, পরিমল। *সমগ্র স্মৃতিচিত্র*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, মে, ২০১২।

গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। *প্রগতি*। কলকাতা: প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ১৩৪৪।

ঘটক, প্রাণতোষ। *কলকাতার পথ-ঘাট*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা: লি:, ৭ অঘ্রাণ, ১৩৬৩।

ঘটক, মণীশ। *রচনা সংকলন: প্রথম খণ্ড*, সম্পাদিত সোমা মুখোপাধ্যায়। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪।

ঘোষ, অসিতকুমার এবং অজিতকুমার সংকলন ও সম্পাদিত বন্দ্যোপাধ্যায়। *বাংলা গল্প সংকলন, প্রথম খণ্ড*। নতুন দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৬।

ঘোষ, দেবীপ্রসাদ সম্পাদিত। *বাংলাভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা ১৯২৩-৩৩*। কলকাতা: সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯০।

ঘোষ, পরিমল সম্পাদিত। *আমাদের আধুনিকতার কয়েকটি দিক*। কলকাতা: সেতু, ২০১২।

ঘোষ, বারিদবরণ। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: গজেন্দ্রকুমার মিত্র*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৯।

ঘোষ, বিনয়। *বাংলার নবজাগৃতি*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, আষাঢ়, ১৩৯১।

____, *টাউন কলিকাতার কড়চা*। কলকাতা: বিহার সাহিত্য ভবন প্রা: লি:, অক্টোবর, ১৯৬১।

____, *নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা*। কলকাতা: নূতন সাহিত্য ভবন, ডিসেম্বর, ১৯৪০।

____, *মেট্রোপোলিটান মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাঃ লিঃ, ২০০৯।

____, *সূতানুটি সমাচার*। কলকাতা: বাক-সাহিত্য, মার্চ, ১৯৬১।

ঘোষ, লোকনাথ। *কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত*, অনুবাদ শুদ্ধোদন সেন। কলকাতা: অয়ন, ১৯৫৮।

ঘোষ, শঙ্খ। *শব্দ আর সত্য*। কলকাতা: প্যাপিরাস, জানুয়ারি, ২০১৯।

ঘোষ, শ্রী শান্তিসুধা। *নারী*। কলকাতা: সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৩৪৭।

ঘোষ, সরোজ নাথ। *বিশ্ব-নারী-প্রগতি*। কলকাতা: গুরুচরণ পাবিলিশিং হাউজ, ভাদ্র, ১৩৪৫।

ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত। *দেশ: সুবর্ণজয়ন্তী গল্প সংকলন, ১৯৩৩-১৯৮৩*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

____, সম্পাদিত। *দেশ: সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন; ১৯৩৩-৮৩*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর, ২০০৪।

ঘোষ, সুদক্ষিণা। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: জ্যোতির্ময়ী দেবী*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৬।

___, *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: স্বর্ণকুমারী দেবী*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৮।

___, *মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্ণলতা'*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৮।

ঘোষজায়া, শৈলবালা। *শেখ আন্দু*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশনি, ২০১৭।

ঘোষাল, জয়ন্তকুমার। *বাংলা উপন্যাসের সমাজ বাস্তবতা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯২।

চক্রবর্তী স্পিভাক, গায়ত্রী। *যুক্তি ও কল্পনাশক্তি*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০২০।

চক্রবর্তী, অরিন্দম অতিথি সম্পাদনা। *সুবর্ণজয়ন্তী ভাবনা: বাঙালির ইউরোপ চর্চা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, এপ্রিল ২০১৬।

___, *এ-তনু ভরিয়া: দর্শন আপাদমস্তক*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০২০।

___, *মননের মধু*। কলকাতা: গাঙচিল, ১৫ অগাস্ট, ২০০৮।

চক্রবর্তী, দীপেশ। *মনোরথের ঠিকানা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

___, *সাম্প্রতিক ইতিহাস ভাবনা: আমার ইতিহাসের আলপথ ধরে*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি, ২০১৬।

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। *আয়ুবের সঙ্গে*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি: কার্তিক, ১৩৬৭।

চক্রবর্তী, পূণ্যলতা। *একাল যখন শুরু হল,* সম্পাদনা জয়িতা বাগচী এবং সহ-সম্পাদনা অভিজিত সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং এবং স্কুল অফ উইমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অগাস্ট, ২০১৮।

চক্রবর্তী, প্রশান্ত। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: সৈয়দ মুজতবা আলী*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৮।

চক্রবর্তী, বিপ্লব। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: বনফুল*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৬।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল, ২০০০।

চট্টোপাধ্যায়, বীরেন। *সাহিত্যতত্ত্ব: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, অগাস্ট, ২০১৬।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *জীবন কথা*। সংকলন ও সম্পাদনা অনিলকুমার কাঞ্জিলাল। কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২৬ নভেম্বর, ২০১৫।

চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। *ভারতীয় সাহিত্য পুস্তকমালা: জগদীশ গুপ্ত*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬।

চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। *সাহিত্য-প্রকরণ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১৯।

চন্দ, শ্রীরানী। *গুরুদেব*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ, ১৩৯৪।

চাকী, জ্যোতিভূষণ সম্পাদিত। *প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ফেব্রুয়ারি, ২০০১।

চাকী, লীনা সম্পাদিত। *বাঙালির আড্ডা*। কলকাতা: ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬৭।

চৌধুরী, উত্তম সম্পাদিত। *১৬টি সাক্ষাৎকার*। কলকাতা: বাণীশিল্প, জুন, ১৯৮৫।

চৌধুরী, ঋতু সেন সম্পাদিত। *নারীবাদের নানা পাঠ*। কলকাতা: আনন্দ, ২০২১।

চৌধুরী, নারায়ণ সম্পাদিত। *মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৪১।

চৌধুরী, নীরদ চন্দ্র। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।

___, *আত্মঘাতী বাঙালী*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৮৮।

___, *আমার দেশ আমার শতক*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৯৬।

___, *বাঙালী জীবনে রমণীঃ আবির্ভাব*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, চৈত্র, ১৩৭৪।

প্রমথ চৌধুরী, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১০।

চৌধুরী, ভূদেব। *ছোটগল্পের কথা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে, ১৯৯৬।

___, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০১৩।

___, *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। বোলপুর: বর্ণপরিচয় ও পুঁথিঘর, প্রকাশ সাল নেই।

___, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা: চতুর্থ পর্যায় [রবীন্দ্রযুগ: দ্বিতীয় পর্ব]* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *পরিশেষ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, আশ্বিন, ১৩৫৪।

___, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, এক থেকে পঞ্চদশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, পৌষ, ১৪০২।

ডাইসন, কেতকী কুশারী। *তিসিডোর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।

ত্রিপাঠী, অমলেশ। *ইতালীর র‍্যনেশাঁস বাঙালির সংস্কৃতি*। কলকাতা: আনন্দ, ২০০২।

দত্ত, অজিত। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০০০।

দত্ত, গুরুসদয়। *সরোজ-নলিনী: সংক্ষিপ্ত জীবনী*। সম্পাদনা গুরুসদয় দত্ত এবং সংযোজন, টীকা রাজীব কুন্ডু। কলকাতা: অবভাস, জুলাই ২০১৪।

দত্ত, ভূপেন্দ্র নাথ। *সাহিত্যে প্রগতি*। কলকাতা: পূরবী পাবলিশার্স, ১৯৪৫।

দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। *কুলায় ও কালপুরুষ*। কলকাতা: সিগনেট প্রেস, আষাঢ়, ১৩৬৪।

___, *স্বগত*। কলকাতা: ভারতী ভবন, ১৩৪৫।

দাশ, অনির্বাণ সম্পাদিত। *বাংলায় নির্মাণ অবিনির্মাণ*। কলকাতা: অবভাস, জানুয়ারি, ২০০৮।

দাশ, জীবনানন্দ। *কবিতার কথা*। কলকাতা: নিউ স্ক্রিপ্ট, জানুয়ারি, ২০১৩।

___, *মাল্যবান*। কলকাতা: নিউ স্ক্রিপ্ট, জুন, ১৯৪৮।

___, *উপন্যাস সমগ্র*। ঢাকা: গতিধারা, ২০০০।

___, *জীবনানন্দ রচনাবলী: তৃতীয় খণ্ড, গল্প*, সম্পাদনা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকা: গতিধারা, জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ।

___, *সমগ্র প্রবন্ধ*। সম্পাদনা ভূমেন্দ্র গুহ। কলকাতা: প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি, ২০১৮।

___, *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ*, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলকাতা: ভারবি, ১৯৯৩।

দাশ, ধনঞ্জয়। *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (অখন্ড)*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০৩।

দাশ, শিশিরকুমার। *ভারতসাহিত্যকথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৯৯।

দাশগুপ্ত, অশীন। *প্রবন্ধ সমগ্র*। সম্পাদনা উমা দাশগুপ্ত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০০১।

দাশগুপ্ত, মানসী। *কম বয়সের আমি*। কলকাতা: রামায়ণী প্রকাশ ভবন, প্রথম সং. ১৩৬১।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ: দর্শনে ও সাহিত্যে*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি, ২০১৪।

দাস, সমরেন্দ্র সম্পাদিত। *কলকাতার আড্ডা*। কলকাতা: গাংচিল, প্রথম সংস্করণ ২০০২।

দাস, কৃষ্ণভাবিনী। *কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ*। সম্পাদনা অরুণা চট্টোপাধ্যায়এবং সহ সম্পাদনা অভিজিত সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং এবং স্কুল অফ উইমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অগাস্ট, ২০০৪।

দাস, সজনীকান্ত। *বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: মিত্রালয়, শ্রাবণ, ১৩৬৬।

____, *আত্মস্মৃতি*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, অগ্রহায়ণ, ১৩৬১।

দাস, সমরেন্দ্র সম্পাদিত। *কলকাতার আড্ডা*। কলকাতা: গাঙচিল, ২০০২।

দাসী, সরলাবালা। *চিত্রপট*। কলকাতা: রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর এন্ড সন্স, সম্ভবত ১৩২৩, প্রকাশ সাল নেই।

দেবসেন, নবনীতা এবং অঞ্জলি দাশ সম্পাদিত। *সই*। কলকাতা: লালমাটি, ২০১৩।

____, এবং সুচিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত। *সই*। কলকাতা: পুষ্প, প্রকাশ সাল নেই।

____, *চন্দ্রমল্লিকা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০১৬।

____, *শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, মে, ২০১৫।

দেবী, ইন্দিরা। *আমার খাতা*, সম্পাদনা অভিজিৎ সেন এবং অনিন্দিতা ভাদুড়ী। কলকাতা: দে'জ এবং স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

দেবী, কানন। *সবারে আমি নমি*, অনুলিখন সন্ধ্যা সেন। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, ১৪১৯।

দেবী, প্রতিমা। *চিত্রলেখা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ, ১৩৯৯।

দেবী, রাধারাণী। *রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন-১*। সংকলন অভিজিত সেন। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, নভেম্বর, ১৯৯৯।

___, *রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন-২*। সংকলন অভিজিত সেন, অভিজিত এবং অনিন্দিতা ভাদুড়ি। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি, ২০০০।

দেবী, শান্তা। *পূর্বস্মৃতি*। কলকাতা: থীমা, ২০১৪।

দেবী, শ্রীমতী অনুরূপা। *উত্তরায়ণ*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ৭ আষাঢ়, ১৮৭৯।

দেবী, সীতা। *তিনটি উপন্যাস*, সম্পাদনা অনসূয়া গুহ। কলকাতা: দে'জ, ২০০৯।

দেবী, স্বর্ণকুমারী। *স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন*। সংকলন অভিজিত সেন এবং অনিন্দিতা ভাদুড়ী। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ১৯৬০।

ধর, অমিয় রতন। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: গোপাল হালদার*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৭।

নন্দী, আশিস ও জয়ন্তী বসু। *ফুটপাথ পেরোলেই সমুদ্র: আশিসবাবু আপনি কি আত্মগত?*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি, ২০১৬।

নন্দী, আশিস। *জাতিয়তাবাদ ও ভারতচিন্তা*, সম্পাদনা ও ভাষান্তর সজল বসু। কলকাতা: বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০২০।

নাগ, অরুণ। *চিত্রিত পদ্মে*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, বৈশাখ, ১৪০৬।

পাল, ডঃ রবিন। *কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। কলকাতা: শ্রীভূমি পাবলিশিং, ডিসেম্বার ১৯৮০।

পাল, বিপিনচন্দ্র। *সত্তর বৎসর*। কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৩।

বনফুল। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। সংকলন ও সম্পাদনা প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০০০।

___, *বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র: প্রথম খন্ড*। কলকাতা: বাণীশিল্প, জানুয়ারি, ২০০৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *আমার সাহিত্য জীবন*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ, ১৩৬০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। *বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি (১৯৩৩, '৩৪ ও '৪১)*, সম্পাদনা সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা: নাথ ব্রাদার্স, বৈশাখ, ১৩৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর। *স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পত্রিকা*। কলকাতা: প্রজ্ঞাভারতী, শ্রাবণ, ১৩৯৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *দিবারাত্রির কাব্য*। কলকাতা: লেখাপড়া, জৈষ্ঠ্য, ১৩৮৩।

___, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র: চতুর্থ খণ্ড*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:, ১৮৮২ শকাব্দ।

___, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র: প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ সাল নেই।

___, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র: দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ সাল নেই।

___, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, সম্পাদনা আবদুল মান্নান সৈয়দ। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৬।

___, *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*। সম্পাদনা শুভময় মণ্ডল এবং সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: দীপ প্রকাশিন, ১৯ মে, ২০১৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার। *প্রেমের কথা*। কলকাতা: এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, জৈষ্ঠ্য, ১৩২৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। *প্রসঙ্গ: জীবনানন্দ*। কলকাতা: গাঙচিল, জানুয়ারি, ২০১১।

___, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*। কলকাতা: কারিগর, সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

___, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*। কলকাতা: প্যাপিরাস, নববর্ষ ১৪০৯।

___, *ভারতে মহাভারতে*। কলকাতা: চার্বাক, জানুয়ারি ২০২২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি:, ১৩৬৭।

___, *সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে*। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি:, ১৩৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬১।

বসু বুদ্ধদেব, *এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৪৬।

___, *ধুসর গোধূলি*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৩৩।

___, *প্রবন্ধ সমগ্র: ১ খণ্ড*, সম্পাদিত শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, দময়ন্তী বসু সিং, প্রভাতকুমার দাস। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫।

___, *প্রবন্ধ সমগ্র: ২ খণ্ড*, সম্পাদিত শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, দময়ন্তী বসু সিং, প্রভাতকুমার দাস। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫।

___, *প্রবন্ধ সমগ্র: ৩* খণ্ড, সম্পাদিত শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, দময়ন্তী বসু সিং, প্রভাতকুমার দাস। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১০।

___, *প্রবন্ধ সমগ্র: ৪ খণ্ড*, সম্পাদিত শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, দময়ন্তী বসু সিং, প্রভাতকুমার দাস। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫।

___, *মন-দেয়া-নেয়া*। কলকাতা: এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, প্রথম সংস্করণ ১৯৩২।

___, *যেদিন ফুটলো কমল*। কলকাতা: শ্যামসুন্দর মজুমদার দ্বারা প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৩।

___, *রূপালি পাখি*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৪।

___, *লাল মেঘ*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ ১৯৫৩।

___, *সাড়া*। কলকাতা: গুপ্ত ফ্রেন্ডস এন্ড কোং, প্রথম সংস্করণ ১৯৩০।

___, *সূর্যমুখী*, কলকাতা: শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৯৩৪।

___, *উত্তরতিরিশ*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৫।

___, *প্রবন্ধ-সংকলন*, সম্পাদনা বুদ্ধদেব বসু। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৩৬৩।

___, *শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, জৈষ্ঠ্য, ১৩৫৯।

___, *গল্প সংকলন*। কলকাতা: কবিতা ভবন, প্রকাশ সাল নেই।

___, *অভিনয়, অভিনয় নয়*। কলকাতা: চতুরঙ্গ প্রকাশালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৩০।

___, *আমার বন্ধু*। কলকাতা: শ্যামসুন্দর মজুমদার দ্বারা প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৩।

___, *কবিতা সংগ্রহ চতুর্থ খণ্ড*। সম্পাদনা নরেশ গুহ। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জুন, ১৯৯৪।

___, *তিথিডোর*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৯।

___, *সাহিত্যচর্চা*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, মে, ২০০৯।

___, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* সম্পাদনা নরেশ গুহ। কলকাতা: দে'জ পাবলশিং, ১৯৯৮।

বুদ্ধদেব বসু শতবর্ষসমিতি সংকলন। *স্বাগত সংলাপঃ বুদ্ধদেব বসুকে নিবেদিত*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর, ২০০৮।

বসু, অমিতরঞ্জন সংকলন, সম্পাদনা এবং অবতরণিকা। *গিরীন্দ্রশেখর বসু: অগ্রন্থিত বাংলা রচনা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৭।

বসু, গিরীন্দ্রশেখর। *স্বপ্ন*। সম্পাদনা পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা: পত্রলেখা, ২০২০।

বসু, জহরলাল। *বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: আইডিয়াল প্রেস, আষাঢ়, ১৩৪৩।

বসু, জ্যোতিপ্রসাদ সম্পাদিত। *গল্প-লেখার গল্প, আকাশবাণী পর্যায় ২*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৩৫।

বসু, প্রতিভা। *জীবনের জলছবি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ, ১৪২৫।

বসু, প্রদীপ। *পারিবারিক প্রবন্ধ: বাঙালি পরিবারের সন্দর্ভ বিচার*। কলকাতা: গাঙচিল, মার্চ, ২০১২।

___, *বাংলা ভাষায় সমাজবিদ্যাচর্চা: নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ভাবনার ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি, ২০২০।

___, *ভাষা দর্শন সঙ্গীত সমীক্ষা ও সন্ধান: প্রদীপ বসুর প্রবন্ধ সংকলন*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০১৪।

___, *রাজনীতির তত্ত্ব তত্ত্বের রাজনীতি*। কলকাতা: চর্চাপদ, ২০১১।

বসু, শ্রীলা। *পরিচয় পত্রিকা ও কয়েকজন*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০১১।

বসু, সরসীবালা। *সরসীবালা বসুর নির্বাচিত গল্প*। সংকলন সেন, অভিজিত এবং অনিন্দিতা ভাদুড়ী। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং এবং স্কুল অফ উইমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি, ২০০৪।

বিশী, প্রমথনাথ। *পুরানো সেই দিনের কথা*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ফাল্গুন ১৪১৮।

___, *বাঙালি ও বাংলা* সাহিত্য। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, কার্তিক, ১৩৬৭।

বিশী, প্রমথনাথ। *ব্যক্তিত্ব ও স্রষ্টা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১১ জুন ২০০১।

ভট্টাচার্য, কল্যাণকুমার সম্পাদিত। *কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য: প্রবন্ধ-সংকলন*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জুন, ২০১১।

ভট্টাচার্য, গৌতম। *'কল্লোলে' রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৩৯৪।

ভট্টাচার্য, জগদীশ সম্পাদিত। *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯।

ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন সম্পাদিত। *তারাশঙ্কর: ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*। নতুন দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৫।

___, *আখ্যান ও সমাজ: তারাশঙ্কর*। কলকাতা: অবভাস, জানুয়ারি, ২০১৪।

ভট্টাচার্য, সব্যসাচী। *বাংলায় সন্ধিক্ষণ: ইতিহাসের ধারা, ১৯২০-১৯৮৭*। নয়া দিল্লি, ভারত: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রথম বাংলা সং. ২০১৮।

ভট্টাচার্য, সুভাষ। *সংসদ ইতিহাস অভিধান, প্রথম খণ্ড (ভারত ব্যতীত সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস)*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, নভেম্বর, ২০১৫।

ভট্টাচার্য, সৌরীন সম্পাদিত। *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, অগাস্ট, ২০০৪।

___, *আধুনিকতার সাধ-আহ্লাদ*। কলকাতা: তালপাতা, অক্টোবর, ২০০৭।

ভট্টাচার্য্য, শোভারাণী। *মহিলা-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকা (প্রাক স্বাধীনতা পর্ব)*। নদীয়া: স্ব-প্রকাশ, জুলাই, ২০০০।

ভদ্র, গৌতম এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর, ২০০৪।

___, *জাল রাজার কথা: বর্ধমানের* প্রতাপচাঁদ। ইতিহাস গ্রন্থমালা ৮। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৬।

ভাদুড়ি, ঈশিতা। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: যতীন্দ্রমোহন বাগচী*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৬।

ভাদুড়ী, সতীনাথ। *সতীনাথ বিচিত্রা*। কলকাতা: প্রকাশ ভবন, অঘ্রাণ, ১৪০৭।

মজুমদার, মোহিতলাল। *বিস্মরণী*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১৩৬১।

___, *বাংলার নবযুগ*। কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা: লি:, ১৩৫২।

___, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৩৫৩।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *জীবনের স্মৃতিদীপে*। কলকাতা: জেনেরাল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, ডিসেম্বর, ১৯৫৯।

মন্ডল, স্বস্তি। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: সতীনাথ ভাদুড়ি*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৭।

মল্লিক, ঋত্বিক। *নজরুলের ধূমকেতু: সম্পাদকীয় বিষয়সূচি ও অন্যান্য*। কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৯।

মহান্তি, জিতেন্দ্র নাথ। *আত্ম এবং তার অপর: কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ*। নয়া দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮।

মিত্র, গজেন্দ্রকুমার এবং চন্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। *বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম-দ্বাদশ খণ্ড*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

মিত্র, প্রেমেন্দ্র। *নির্বাচিতা*। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৫৯।

___, *অসংলগ্ন*। কলকাতা: নিওলিট পাবলিশার্স (প্রাইভেট) লিঃ, প্রকাশ সাল নেই।

___, *পাঁক*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯২৪।

___, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: নাভানা, ১৩৫৯।

___, *মিছিল*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৫২।

মুকুল, এম আর আখতার। *কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী*। ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪।

মুখোপাধ্যায় ধূর্জ্জটিপ্রসাদ। *ধূর্জ্জটিপ্রসাদ রচনাবলী: তৃতীয় খণ্ড*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০১৭।

___, *ধূর্জ্জটিপ্রসাদ রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১০।

___, *ধূর্জ্জটিপ্রসাদ রচনাবলী: প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০১১।

মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। *আমার ইউরোপ ভ্রমণ*, অনুবাদ পরিমল গোস্বামী। কলকাতা: চর্চাপদ, ২০০৯।

মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী। *উপন্যাসে অতীত: ইতিহাস ও কল্পইতিহাস*। কলকাতা: থীমা, ২০০৩।

মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল। *বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৪১।

মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ। *শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, মে, ২০০২।

___, *আজ শুভদিনে*। কলকাতা: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, প্রকাশ সাল নেই।

___, *কয়ালাকুঠির দেশ*। কলকাতা: নিউ এজ, ২০১৪।

মুখোপাধ্যায়, হরিদাস। *ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার (ভারতীয় সংস্কৃতির নয়া ব্যাখ্যা)*। কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৫ই অগাস্ট, ২০০১।

মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন। *কলিকাতা সেকালের ও একালের*। কলকাতা: পি. এম. বাগচী, ১৯১৫।

মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ। *তরী হতে তীর*। কলকাতা: মনীষা, ১৯৬৪।

মুরশিদ, গোলাম। *নারী ধর্ম ইত্যাদি*। ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭।

___, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা: অবসর, ২০০৬।

মৈত্র, জ্ঞানেশ। *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

রায়, অন্নদাশঙ্কর, *আগুন নিয়ে খেলা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, পঞ্চম সং. ১৩৬৩।

___, *অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড*। সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত। কলকাতা: বাণীশিল্প, অগাস্ট, ১৯৪৭।

___, *কলঙ্কবতী*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, বৈশাখ, ১৩৬০।

___, *ক্রান্তদর্শী, প্রথম পর্ব*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, পৌষ, ১৩৩৯।

___, *দেশকালপাত্র*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৩৫৫।

___, *প্রকৃতির পরিহাস*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, ফাল্গুন, ১৩৫৩।

___, *প্রত্যয়*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৫৮।

___, *রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড*। কলকাতা: বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, প্রকাশ সাল নেই।

___, *রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজ পত্র*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০১৪।

___, *সিংহাবলোকন*। কলকাতা: সাহিত্যলোক, ভাদ্র, ১৩৭০।

রায়, অলোক এবং পবিত্র সরকার, অভ্র ঘোষ সম্পাদিত। *দুশ বছরের বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি, ২০০২।

রায়, আনন্দ সম্পাদিত। *বুদ্ধদেব বসু: নানা প্রসঙ্গ*। কলকাতা: বর্নালী, ১৯৬০।

রায়, গোপালচন্দ্র। *শরৎচন্দ্র: প্রথম খন্ড*। কলকাতা: সাহিত্য সদন, ১৯৬১।

___, *শরৎচন্দ্র: দ্বিতীয় খন্ড*। কলকাতা: সাহিত্য সদন, ১৯৬৬।

রায়, জীবেন্দ্র সিংহ। *কল্লোলের কাল*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮।

রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালির ইতিহাস:* আদিপর্ব। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, বৈশাখ, ১৪২৪।

রায়, প্রফুল্লচন্দ্র। আত্মচরিত*: অখন্ড*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৩৭।

রায়, প্রফুল্লচন্দ্র। *বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার*। কলকাতা: পাতাবাহার, ২০১১।

রায়, রাধারমণ। *কলকাতা দর্পণ*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৫২।

___, *কলকাতা বিচিত্রা*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির প্রা: লি:, ২০২২।

রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। *বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা*। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রাবণ, ১৩৯৪।

রায়, সুশীল। *মনীষী-জীবনকথা*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, অক্টোবর, ১৯৬৩।

রায়, হেমেন্দ্রকুমার। *এখন যাঁদের দেখছি*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, প্রথম সং. ১৩৬২।

___, *সময়চিত্রকথা*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি ২০১৪।

রায়চৌধুরি, তপন। *ইউরোপ পুনর্দর্শন*। অনুবাদ গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ জুলাই, ২০১৩।

___, *বাঙালনামা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল, ২০০৮।

___, *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩।

রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।

___, *বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭।

শাকেরউল্লাহ, মোহাম্মদ সম্পাদনা। *রোকেয়া মানস ও সাহিত্য মূল্যায়ন*। কলকাতা: কমলিনী, দে'জ, ২০১৭।

শাস্ত্রী, শিবনাথ। *আত্মচরিত*। কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগ, ১৯১৮।

___, *গৃহ-ধর্ম্ম*। কলকাতা: ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ১৩২৪।

শ্রীপান্থ। *শ্রীপান্থের কলকাতা*। কলকাতা: ত্রিবেণী প্রকাশন, ১৯৬১।

সরকার, বিনয়। *মগজ মেরামতের হাতিয়ার*। কলকাতা: পুরাতনী গ্রন্থমালা – ৩। কলকাতা: সেরিবান, ডিসেম্বর, ২০১১।

___, *বিনয় সরকারের বৈঠকে: প্রথম ভাগ*, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রবিজয় সেন, ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল এবং মন্মথনাথ সরকারের সঙ্গে কথোপকথন। কলকাতা: ছাতিম বুকস, ২০০০।

___, *বিনয় সরকারের বৈঠকে: দ্বিতীয় ভাগ*, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রবিজয় সেন, ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল এবং মন্মথনাথ সরকারের সঙ্গে কথোপকথন। কলকাতা: চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৯৪৫।

সরকার, শিপ্রা এবং অনমিত্র দাশ সংকলিত। *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা*। কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯।

সরকার, সুমিত। *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭*। কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৩।

___, *মডার্ন টাইমস: ভারত ১৮৮০-র দশক থেকে ১৯৫০-এর দশক*, ভাষান্তর আশীষ লাহিড়ী। কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৯।

সরস্বতী, প্রভাবতী দেবী। *প্রেম ও পূজা*। কলকাতা: শ্রীকালী প্রকাশালয়, ১৩৪৫।

___, *আয়ুষ্মতী*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, চৈত্র, ১৩৩০।

___, *বাংলার বউ*। কলকাতা: তরুণ-সাহিত্য-মন্দীর, দ্বিতীয় সং. ১৩৪৪।

___, *চিরবাঞ্ছিতা*। কলকাতা: শরৎ সাহিত্য ভবন, প্রথম সং., প্রকাশ সাল নেই।

___, *ধূলার ধরণী*। কলকাতা: ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সং. প্রকাশ সাল নেই।

___, *হৃদয়ের চাঁদ*। কলকাতা: বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩৩৪।

___, *সান্ধ্যদীপ*। কলকাতা: প্রকাশক অনুল্লেখিত, ১৯৪৬।

সান্যাল, অরুণ সম্পাদিত। *প্রসঙ্গ: বাংলা উপন্যাস*। কলকাতা: ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৬০।

সান্যাল, প্রবোধকুমার। *দুরাশার ডাক*। কলকাতা: পাবলিশিং সিন্ডিকেট, আশ্বিন, ১৩৪৯।

___, *বনস্পতির বৈঠক (অখন্ড)*। কলকাতা: সাহিত্য সংস্থা, ১৯৬০।

___, *আমিরী*। কলকাতা: স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, প্রকাশ সাল নেই।

___, *কল্পান্ত*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, চৈত্র ১৩৫২।

___, *দুই আর দু'য়ে চার*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স।

___, *নদ ও* নদী। সোদপুর: গুপ্তপ্রকাশিকা, চতুর্থ সংস্করণ।

___, *প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড*।কলকাতা: গ্রন্থপ্রকাশ, আষাঢ়, ১৩৮১।

___, *প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাবলী, প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: গ্রন্থপ্রকাশ, ফাল্গুন, ১৩৮০।

___, *প্রিয় বান্ধবী*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, দ্বাদশ মুদ্রণ।

___, *ঘুমভাঙার রাত*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, তৃতীয় সংস্করণ।

সান্যাল, হিরণকুমার। *ছড়িয়ে ছিটিয়ে*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯১।

সিংহ, আশালতা। *বিয়ের পরে*। কলকাতা: কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির, প্রথম সং. ১৩৪২।

___, *সমী ও দীপ্তি*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং ও মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।

___, *সহরের মোহ*। কলকাতা: ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৪।

সিকদার, অশ্রুকুমার এবং কবিতা সিংহ সংকলন ও সম্পাদিত। *বাংলা গল্প সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড*। নতুন দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৫।

সেন, রুশতী। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৫।

সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: পঞ্চম খণ্ড ১৮৯১-১৯৪১*। কলকাতা: আনন্দ, ২০১০।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। *কল্লোল যুগ*। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, আশ্বিন, ১৪২১।

___, *রচনাবলী প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৫৯।

___, *রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৫৯।

____, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৬১।

____, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৬০।

____, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৬১।

____, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৬১।

____, *একশ এক গল্প*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি: আষাঢ়, ১৩৭২।

____, প্রজাপতয়ে। কলকাতা: প্রকাশনা অপ্রাপ্ত, ১৩৪০।

____, *প্রেমের গল্প*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ভাদ্র, ১৩৬৬।

____, *গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড*। কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৩৫।

সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, সংকলন ও সম্পাদনা অলোক রায়। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২।

____, *শুভা*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ সাল নেই।

____, *দ্বিতীয় পক্ষ*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ফাল্গুন, ১৩৩১।

____, *গ্রামের* কথা। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, জৈষ্ঠ্য, ১৩৩১।

সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র এবং অঞ্জলি বসু সম্পাদিত। *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, মে, ১৯৬০।

সেহানবীশ, চিন্মোহন। *৪৬নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*। কলকাতা: সেরিবান, ২০০৮।

হালদার, গোপাল। *একদা*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, আষাঢ়, ১৩৫৬।

____, *গোপাল হালদার রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি: জানুয়ারি, ১৯৪৯।

____, *বাজে লেখা*। কলকাতা: পুথিঘর, অক্টোবর ১৯৪৩।

___, *রূপনারানের কুলে: দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: প্রকাশ ভবন, নভেম্বর, ২০১৭।

___, *রূপনারানের কুলে: প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: প্রকাশ ভবন, অগাস্ট। ২০১৭।

বাংলা পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তিকা

কর, বোধিসত্ত্ব। "ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে যাওয়ার আগে"। *অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা ২০১৬*। কলকাতা: শুচি, ৩ মে, ২০১৬।

ঘোষ, অগ্নিভ। "ফ্রয়েড বনাম মার্কস অথবা প্রগতির দুই পিঠ।" *বাংলা জর্নাল: বাংলা ও বাঙালি বিষয়ক জর্নাল*, ডিসেম্বর। ২০১৪, ১২শ বর্ষ, ২০শ সংখ্যা। ১৯-৩৭।

___, "অবচেতনার অবদান: রবীন্দ্রনাথ ও বিশ শতকের সাহিত্যাসরে মনঃসমীক্ষণ।" *যাদবপুর জার্নাল অফ কমপ্যারেটিভ লিটারেচার, ৫০। ২০১৩-২০১৪।*

ঘোষ, শঙ্খ। "অন্ধের স্পর্শের মতো"। *প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা ২০০৭।* কলকাতা: গাঙচিল, মে ২০০৭।

ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত। *দেশ: ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শতবর্ষ*। ৬২ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, জুন, ১৯৯৫।

চক্রবর্তী, দীপেশ। "মানবিকতা ও অ-মানবিকতা"। *সমর সেন স্মারক বক্তৃতা ২০১৫*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৮।

চৌধুরী, সুকান্ত। "ইতিহাসের পাঠ ও ইতিহাসপাঠ"। *সুশোভন সরকার স্মারক বক্তৃতা ২০০৫*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, অগাস্ট ২০০৫।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। "সাহিত্য ধর্ম", *বিচিত্রা*। কলকাতা: পাবলিশিং কোং লিঃ, শ্রাবণ, ১৩৩৫।

দত্ত, জ্যোতির্ময় সম্পাদিত। *কলকাতা,* বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৬৮, জানুয়ারি ১৯৬৯ এবং দশম ও একাদশ সংকলন, ১৯৭৪। কলকাতা: প্রতিভাস, ২০০২।

দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *পরিচয় পত্রিকা*। দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৯।

___, *পরিচয় পত্রিকা*। ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, শ্রাবণ- পৌষ, ১৩৪৩।

___, *পরিচয় পত্রিকা*। ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৫।

___, *পরিচয় পত্রিকা*। নবম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, শ্রাবণ, ১৩৪৬- পৌষ, ১৩৪৬।

দাশ, দীনেশরঞ্জন সম্পাদিত। *কল্লোল: মাসিক সাহিত্য*। ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৩১।

দেবী, সুধা সম্পাদিত। *কিশোরী: কিশোরীদের সচিত্র বার্ষিকী*। কলকাতা: দি ষ্টুডেন্টস এম্পোরিয়াম, আশ্বিন, ১৩৩৮।

নন্দী, আশিস। "স্মার্ত সংস্কৃতি।" *প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা,* ২০১৪। কলকাতা: পরম্পরা, ২০১৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি সম্পাদিত। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচনা*। ৩৩ ভাগ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক ও স্বপন মজুমদার, গৌতম ঘোষ, সুমন মুখোপাধ্যায়। "ব্যক্তি সময় সংস্কৃতি"। *কল্যাণ মিত্র স্মারক ভাষণমালা ১৪*। কলকাতা: থীমা, ২০১৫।

বাগচী, যশোধরা। "পশ্চিমের সংহতি, প্রাচ্যের প্রগতি: বাঙালি নারীর আধুনিকতা"। *সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা ২০০১*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০১।

বসু, বুদ্ধদেব। "রজনী হল উতলা"। *কল্লোল*। চতুর্থ বর্ষ, জৈষ্ঠ্য, ১৩৩৩।

ভট্টাচার্য, মালিনী। "পরাধীনের রোমান্টিকতা ও যুগসন্ধির রবীন্দ্রনাথ"। *সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা ২০০২*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯ অগাস্ট ২০০২।

ভদ্র, গৌতম। "বাঙালির বই পড়া"। *পঞ্চম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা*। কলকাতা: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, এপ্রিল, ২০০৪।

ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু সম্পাদিত। *পরিচয়: সমালোচনা সংখ্যা*। ১০-১২ সংখ্যা, ৭৯ বর্ষ, মে-জুলাই, ২০১০।

মজুমদার, যামিনীরঞ্জন সম্পাদিত। *কৃষক: মাসিক পত্রিকা*। ২৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৪।

মুখোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ। "কলকাতা: কল্পনাতে ও বাস্তবে"। *অশীন দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা ২০১৪*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২২ জানুয়ারি ২০১৫।

রায়, অন্নদাশঙ্কর এবং অন্যান্য সম্পাদিত। *আকাদেমি পত্রিকা*। একাদশ সংখ্যা, জুন ১৯৯৯।

___, দশম সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৯৭।

___, ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন, ২০০১।

রায়, অলোক। "বাংলার নবজাগরণ ও সুশোভনচন্দ্র সরকার"। *সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা ২০১৩*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, অক্টোবার ২০১৩।

রায়চৌধুরী, তপন। "অন্নদাশঙ্কর ও আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য"। কলকাতা: *পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি*, মার্চ, ২০০৯।

শূর, চিরঞ্জীব সম্পাদিত। *আলোচনা চক্র*। সংকলন ২৪, অগাস্ট ২০০৬ ও জানুয়ারী ২০০৭ যুগ্ম সংখ্যা।

সরকার, পবিত্র। "ইতিহাস ও সাহিত্য"। *অশীন দাশগুপ্ত দশম স্মারক বক্তৃতা ২০০৮*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৮।

সরকার, সুমিত। "জাতীয়তাবাদ ছাড়িয়ে: স্বদেশী যুগোত্তর বাংলার কয়েকটি দিক"। *অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা*, ৩। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০১।

সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র । "সাহিত্যধর্মে সীমানা"। কলকাতা: *বিচিত্রা,* ভাদ্র, ১৩৩৫।

ইংরাজি গ্রন্থ তালিকা
ব্যবহৃত এবং সহায়ক গ্রন্থাবলী

Achuthan, Asha, Ranjita Biswas, Anup Kumar Dhar. *Lesbian Standpoint.* Kolkata: Sanhati, 2007.

Amin, Shahid and Dipesh Chakrabarty edited. *Subaltern Studies IX: Writings on South Asian History and Society*. New Delhi: Oxford University Press, 2008.

Baldick, Chris. *Oxford Dictionary of Literary Terms.* New York: Oxford University Press, 2008.

Bandopadhyay, Sekhar edited. *Nationalist Movement in India: A Reader.* New Delhi: Oxford University Press, 2009.

___. *From Plassey to Partition and After: A History of Modern India.* New Delhi: Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2015.

Benjamin, Walter. *Illuminations*, edited by Hannah Arendt, translated by Harry Zohn. New York: Schocken Books, 1969.

Berman, Marshall. *All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity*. Canada: Penguin Books, 1988.

Bhattacharya, Malini and Abhijit Sen edited. *Talking of Power: Early Writings of Bengali Women from the Mid-Nineteenth Century to the Beginning of the Twentieth Century*. Kolkata: Stree, 2003.

Bloch Ernst, Georg Lukacs, Bertolt Brecht, Walter Benjamin and Theodor Adorno. *Aesthetics and Politics*, edited and translated by Ronald Taylor. London: Verso, 1980.

Bocock, Robert. *Sigmund Freud: Revised Edition.* London: Routledge, 2007.

Bose, Brinda and Suvabrata Bhattacharyya edited *The Phobic and the Erotic: The Politics of Sexuality in Contemporary India.* Kolkata: Seagull Book, 2007.

Bose, Sugata and Ayesha Jalal edited. *Nationalism, Democracy and Development: State and Politics in India.* New Delhi: Oxford University Press, 1997.

Brousse, Marie-Helene. *The Feminine: A mode of Jouissance*, translated by Janet Rachel. New York: Lacanian Press, 2021.

Brown, Judith M. *Windows into the Past: Life and Historians of the South Asia*. Indiana: University of Notre Dame Press, 2009.

Butler, Judith. *Excitable Speech: A Politics of the Performative.* London: Routledge, 1997.

Chakrabarty, Dipesh. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. New Jersey: Princeton University Press, 2000.

Chatterjee, Partha & Pradip Jaganathan edited *Subaltern Studies xi: Community Gender and Violence.* New Delhi: Permanent Black, 2007.

___. *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse.* London: Zed Books, 1993.

___. *The Black Hole of Empire: History of a Global Practice of Power.* Ranikhet: Permanent Black, 2013.

___. *The Partha Chatterjee Omnibus.* New Delhi: Oxford University Press, 2008.

___. "The Nationalist Resolution of the Women's Question", in S. Sangari & S. Veid edited *Recasting Women*. New Delhi, India: Kali for Women, 1989.

Chattopadhyay, Swati. *Representing Calcutta: Modernity, Nationalism and the Colonial Uncanny.* London and New York: Routledge, 2006.

Cobley, Paul. The New Critical Idiom: Narrative. London: Routledge, 2001.

Das Sisir Kumar. *A History of Indian Literature: 1800-1910, Western Impact: Indian Response*. New Delhi: Sahitya Akademi, 2005.

Davidson, Arnold I. *The emergence of Sexuality: Historical Epistemology and the Formation of Concepts*. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2004.

Derrida, Jacques. *Writing and Difference*, translated by Alan Bass. London: Routledge, 2005.

___. *Acts of Literature*, edited by Derek Attridge. New York: Routledge, 1992.

___. *Dissemination*, translated by Barbara Johnson. London: The Athlone Press, 1981.

___. *Of Grammatology*, translated by Gayatri Chakravorty Spivak New Delhi: Motilal Banarsidass, 1994.

Eagleton, Terri. *Marxism and Literary Criticism*. New Delhi: Routledge, 2002.

Felski, Rita. *The Gender of Modernity*. Cambridge, Massachusetts, London and England: Harvard University Press, 1995.

___. *Beyond Feminist Aesthetics.* Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Forbes, Geraldine. *The New Cambridge History of India IV.2: Women in Modern India.* Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Foucault, M. *History of Sexuality: The Will to Knowledge, Vol. 1*, translated by Robert Hurley. Australia: Penguin Books, 2008.

___. *Power/ Knowledge: Selected Interv iews and Other Writings 1972-1977*, edited by Colin Gordon and translated by Gordon Colin, Leo Marshall, John Melham and Kate Soper. New York: Pantheon Books, 1980.

Freud, Sigmund. *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Freud, Sigmund, Vol. XXII (1932-1936): New Introductory Lectures on Psycho-Ananlysis*, translated and edited by James Strachy et. al. London: Vintage, 2001.

___. *Totem and Taboo*, translated by A. A. Brill. Harmondsworth, Middlesex, England: Pelican Books, 1938.

___. *Civilization and Its Discontents*, translated by David Melintock. New Delhi: Penguin Books India, 2002.

___. *The Uncanny*, translated by David Melintock. New Delhi: Penguin Books India, 2003.

Frow, John. *Marxism and Literary History*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Gayatri Chakrabarty Spivak. edited *Can the Subaltern Speak? Reflection on the History of an Idea*, edited by Rosalind C. Morris. New York: Columbia University Press. 2010.

Ghatak, Ritwik Kumar. *On The Cultural Front*. Kolkata: Natyachinta Foundation, 2003.

Gilbert M. Sandra & Susan Gubar. *The Madwoman in The Attic: The Womam Writer and the 19th c. Literary Imagination*. Delhi: World View Publication, 2007.

Glover, David and Cora Kaplan. *The New Critical Idiom: Ideology*. Routledge, 2007.

Gramsci, Antonio. *Selections From the Prison Notebooks*, edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New Delhi: Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2009.

Guha, Ranajit edited. *Subaltern Studies VI: Writings on South Asian History and Society.* New Delhi: Oxford University Press, 2008.

___. *Subaltern Studies V: Writings on South Asian History and Society.* New Delhi: Oxford University Press, 2008.

Gulati, Leela and Jasodhara Bagchi edited. *A Space of Her Own: Personal Narratives of Twelve Women.* New Delhi: Sage Publications, 2005.

Gupta, Charu. *Sexuality, Obscenity, Community: Women, Muslims and the Hindu Public in Colonial India.* New Delhi: Permanent Black. 2005

Hegel, George W. F. *The Phenomenology of Spirit*, translated and edited by Terry Pinkard. Cambridge, New York, Melbourne, New Delhi: 2018.

Hubermas, Jurgen. *The Philosophical Discourse of Modernity*, translated Frederick Laerence. Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 1993.

Hutcheon, Linda. *The Politics of Postmodernism*. New Delhi: Routledge, 2005.

Irigaray, Luce. *This Sex Which Is Not One*, translated by Catherine Porter and Carolyn Bruke. New York: Cornell University Press, 1995.

Jameson, Frederick. *The Jameson Reader*, edited by Hardt, Michael and Kathi Weeks. Oxford: Blackwell Publisher, 2000.

Jung, Carl Gustav. *Aspects of the Masculine*, edited by John Beebe and translated by R. F. C. Hull. Oxon, New York: Routledge, 2003.

Kundera, Milan. *Life is Elsewhere*. Trans. By Peter Kussi. London: Faber and Faber, 1987.

Lacan, Jacques and Ecole Freudienne. *Feminine Sexuality*, edited by Jacqueline Rose and Juliet Mitchell. London: Palgrave Macmillan UK, 1982.

Landry, Donna and Gerald MacLean., ed. *The Spivak Reader: Selected Works of Gayatri Chakrabarty Spivak*. New York: Routledge, 1996.

Lukacs, Georg. *The Theory of the Novel*, translated by Anna Bostock. Cambridge and Massachusetts, 1977.

Majumder, Rochona. *Marriage and Modernity: Family values in Colonial Bengal*. Durham and London: Duke University Press, 2009.

Malpas, John J. Jonghinand Simon edited. *The New Aestheticism.* Manchester: Manchester University Press, 2003.

Marx, Karl. *The Communist Manifesto*, introduced and notes by Gareth Stedman Jones. London: Penguin Books, 2002.

Menon, Nivedita. *Sexualities*. New Delhi: Women Unlimited an Associate of kali for Women, 2007.

Mitra Ashok edited. *The Truth Unites: Essays in Tribute to Samar Sen.* Kolkata: Subarnarekha, 1985.

Mukherjee, Meenakshi. *Realism and Reality: The Novel and The Society in India*. Delhi: OUP, 1994.

Mukherjee. S. N. *Calcutta: Myths and History*. Calcutta: Subarnarekha, 1977.

Munsi, Sunil K. *Calcutta Metropolitan Explosion: Its Nature and Roots*. New Delhi: People's Publishing House, 1975.

Murshid Ghulam, *Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernisation,1849-1905*, Rajshahi: Sahitya Samsad, Rajshahi University,Bangladesh, 1989.

Nair, Janaki and Mary E. John. *A Question of silence: The Sexual Economy of Modern India*. New Delhi: Kali for Women, 1998.

Nandy, Ashis. *The Bonfire of Creeds: The Essential Ashis Nandy.* New Delhi: Oxford University Press, 2012

___. *Exiled At Home.* New Delhi: Oxford University Press, 2008

Nietzsche, Friedrich. *Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future*, translated by R.J. Hollingdale. New Delhi: Penguin Books India, 2003.

Rajan, Rajeswari Sunder. *The Scandal of the State: Women, Law, and Citizenship in Postcolonial India*. New Delhi: Permanent Black, 2008.

Ray, Rajat Kanta. *Exploring Emotional History: Gender, Mentality and Literature in the Indian Awakening.* New Delhi: Oxford University Press, 2003.

Roychoudhuri, Tapan. *Perceptions, Emotions, Sensibilities: Essays on India's Colonial and Post-Colonial Experiences.* New Delhi: Oxford University Press, 1997.

Sarkar, Sumit. *Modern Times: India 1880s-1950s*. New Delhi, Patna, Mumbai, Kolkata etc.: Permanent Black, 2015.

___. *Writing Social History.* New Delhi: Oxford University Press, 2008.

Sarkar, Tanika. *Words To Win: The making of Amar Jibon: A modern Autobiography*. New Delhi: kali for Women, 1999. ___. *Hindu Wife, Hindu Nation: community, religion, and Cultural Nationalism*. New Delhi: Permanent Black, 2001.

Shiva, Vandana. *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. London: Zed Books, Eighth impression 2002.

Selden, Ramen and Peter Widdowson, Peter Brooker. *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory.* Noida: Pearson, 2005.

Sengupta, S. C. *Portraits and Memories.* Kolkata: Thema, 2003.

Sinha, Mallarika Roy. *Gender and Radical Politics in India: Magic Moments of Naxalbari (1967-1975).* New York: Rouledge, 2011.

Spivak, Gayatri Chakravorty. *Nationalism and the Imagination.* Calcutta. Seagull Books, 2010.

___. *Out Side the Teaching Machine*. New York: Routledge, 1993.

Stromberg, Roland N edited. *Realism, Naturalism and Symbolism: Modes of Thought and Expression in Europe, 1848-1914.* London: Palgrave McMillan, 1968.

Thapan, Meenakshi. *Embodiment: Essays on Gender and Identity*. New Delhi: OUP, 1997.

Vishwakarma, Sanjeeb K, edited by. *Feminism and Literature: Text and Context.* Allahabad: Takhtotaaz Prakashan, 2015.

Viswanathan, Gauri. *Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India*. New York: Columbia University Press, 1989.

Visweswaran, Kamal. *Fictions of Feminist Ethnography.* London: University of Minnesota Press, 2003.

Williams, Raymond. *Marxism and Literature*. New Delhi: OUP, 2010.

___. *The Politics of Modernism*, edited and introduced by Tony Pinkney. New York: Verso, 1994.

পত্রিকা তালিকা

Adorno. Theodor W. "Kierkegaard: Construction of the Aesthetic*"*. *Theory and History of Literature, Vol. 61*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.

Angol, Padma. "Agency, Periodisation and Change in the gender and Women's History of Colonial India." *Gender & History*, 20, no. 3, November 2008.

Bagchi, Jasodhara. "Representing Nationalism: Ideology of Motherhood I Colonial Bengal." *Economic and Political Weekly*. October 20-27, 1990.

___. “Positivism and Nationalism: Womanhood and Crisis in Nationalist Fiction Bankimchandra’s Anandamath.” *Economic and Political Weekly*. XX, no. 43, October 26, 1985.

Banerjee, Nirmala, Samita Sen and Nibedita Dhawan, edited by. “Mapping the field: Gender relation in Contemporary India.” *Reading in Gender Studies 1*, volume 1. Kolkata, School of Women’s Studies, Jadavpur University: Stree, 2011.

Bhattacharya, Malini. “A Quest for Cultural Identity.” *Economic and Political Weekly*. 25, no. 18/19, May 5-12, 1990.

Bose, Neilesh. “Muslim Modernism and Trans-Regional Consciousness in Bengal, 1911-1925: The Wide World of *Samyabad*.” *South Asia Research*, 31(3), doi: 10.1177/026272801103100303.

Castind, A. “A Embodying Utopia In 1935: Poetry and the Feminized Nation.” *Open Library of Humanities*, 5 (1), no. 8, 2018, 1-21, doi: org/10.16995/olh.385.

Chakrabarty, Dipesh. “The Difference: Deferral of (A) colonial Modernity: Public Debates on Domesticity in British Bengal.” *History Workshop*, no. 36, Autumn, 1993.

Chaudhuri, Supriya. “The Nation and Its Fiction: History and Allegory in Tagore’s Gora.” *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 35, no. 1, 97-117, doi: org/10.1080/00856401.2011.648907.

Choudhury, Ajit. “Rethinking Maxism in India: The Heritage We Renounce”, in *Rethinking Marxism*, fall, 1995 Volume 8, Number 3.

Dalley, Hamish. “Realism in the Twentieth-Century Indian Novel: Colonial Difference and Literary Form by Ulka Anjaria.” *The Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry*.” 1, issue 02, September, 2014, 301-302, doi: 10.1017/pli.2014.6.

Das, Anirban. *Sexual Difference in Historiography: Writing the Nation in ‘My Life’* in Occasional Paper 9, School of Women’s Studies, *Scripting the*

Nation: Bengali Women's Writing 1870's to 1960's. Kolkata: J.U. Press, 2009.

___. *Not for A Place of Her Own: Beyond the Topos of Man* in Occasional Paper 167, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta. March 2009.

Derrida, Jacques, et al. "Women in the Beehive: A Seminar with Jacques Derrida." *A Journal of Feminist Studies*, 16.3, Fall 2005. 139-157.

Dhar, Anup. "Girindrasekhar Bose and the History of Psychology in India." *Indian Journal of History of Science*, 53.4, 2018, T198-T204, doi: 10.16943/ijhs/2018/v53i4/49545.

Dutta, B. C. "Hand Book of Calcutta." *All India Educational Conference Calcutta*, XIII session, 1937.

Ghosh, Srabashi. ""Birds in a Cage" Changes in Bengali Life as Recorded in Autobiographies by Women." *Economic and Political Weekly*. XXI, no. 43, October 25, 1986.

Gupta, Charu. "The Icon of Mother in Late Colonial North India: 'Bharat Mata', 'Matri Bhasa' and 'Gau Mata'." *Economic and Political Weekly*. November 10-16, 2001.

Haraway, Donna J. "A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980's." *Socialist Review*, no. 80, 1985.

Irigagay, Luce and Noah Guynn. "The Question of the Other." *Yale French Studies*, 0, issue 87, 1995.

John, Mary E. "Alternate Modernities? Reservations and Women's Movement in 20th Century India." *Economic and Political Weekly*. October 28, 2000.

Joshi, Umashankar. "Modernism and Literature." *Indian Literature*, 1, no. 2, Sahitya Akademi, April-September 1958.

Kaviraj, Sudipta. "An Outline of a Revisionist Theory of Modernity." *European journal of Sociology*, 46, issue 3, 497-526 doi: 10.1017/S0003975605000196. ___. "Modernity and Politics in India." *Daedalus*, 129, no. 1, Winter, 2000. 137-162.

Misra, Girishwar. “Psychology & Psychoanalysis.” *History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization*, XIII, part 3, 2013.

Mohanty, Chandra. “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses.” *Feminist Review*. Autumn, no. 30, 1988.

Nair, Janaki. “On the Question of Agency in Indian Feminist Historiography”, *Gender and History* 6, 82-100, 1994.

Ray, Bharati, edited by. “Women of India: Colonial and Postcolonial Periods.” *History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization*, IX, part 3. New Delhi: PHISPC association with Pauls Press, 2005.

Roy, Ananya. “City Requiem. Calcutta: Gender and Politics of Poverty.” *Globalization and Community*, 10. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2003.

Sarkar, Tanika. “Nationalist Iconography: Image of Women in 19th Century Bengali Literature.” *Economic and Political Weekly*. November 21, 1987. 2011-2015.

___. “Birth of a Goddess: ‘Vande Mataram’, *Anandamath*, and Hindu Nationhood.” *Economic and Political Weekly*. Setember 16, 2006.

Spivak, Gayatri Chakravarty. “Three Women’s Text and a Critique of Imperialim.” *Critical Inquiry*, 12, no. 1, Autumn, 1985.

Tharu, Susie and tejaswini Niranjana. “Problems of Contemporary Theory of gender.” *Social Scientist*, 22, no. ¾, March- April, 1994.